Ρώμης Ἅγιος Ἱππόλυτος (রোমের সাধু হিপ্পলিতুস)
Ἀποστολικὴ Παράδοσις (প্রৈরিতিক পরম্পরা)

গ্রীক বা লাতিন পাঠ্যের কোন লিং পাওয়া যায় না।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : April 18, 2025

Version 1.1 (May 23, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

রোমের সাধু হিপ্পলিতুস

প্রৈরিতিক পরম্পরা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

- সাধু হিপ্পলিতুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- সাধু হিপ্পলিতুসের লেখাসমূহ
- ‘প্রৈরিতিক পরম্পরার’ পাঠ্য
- ‘প্রৈরিতিক পরম্পরার’ রচনাশৈলী ও কাঠামো
- শব্দার্থ

প্রৈরিতিক পরম্পরা

- মণ্ডলীর গঠন
- খ্রিষ্টীয় দীক্ষা
- মণ্ডলীর রীতিনীতি

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
ইশা (ইশাইয়া)
দা (দানিয়েল)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
১ তি (তিমতির কাছে পলের ১ম পত্র)
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

ভূমিকা

সাধু হিপ্পলিতুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

২য় ও ৩য় শতাব্দীর খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস সাধু হিপ্পলিতুস সম্পর্কে কী বলে? দুঃখের বিষয়, ইতিহাস সেক্ষেত্রে স্পষ্ট কিছুই বলে না।

চতুর্থ শতাব্দীতে নাম করা বিশপ এউসেবিউস নিজের লেখা 'মণ্ডলীর ইতিহাস' পুস্তকে বলেন, তিনি যেরুশালেমের পুস্তকভান্ডারে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বদের কতগুলো পত্রের মধ্যে এমন হিপ্পলিতুসের পত্রগুলো পেয়েছিলেন যিনি এশিয়ার (তথা বর্তমানকালীন তুরস্কের) কোন একটা মণ্ডলীর বিশপ। তেমন পত্রগুলোতে তিনি সেই বিশপ হিপ্পলিতুসের লেখাগুলোর নামও পেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর উল্লিখিত পুস্তকগুলোর মধ্যে 'প্রৈরিতিক পরম্পরা' নাম উল্লিখিত নয়।

সেই একই ৪র্থ শতাব্দীতে, লাওদিকেয়ার বিশপ আপোল্লিনারিউস বলেন, হিপ্পলিতুস ছিলেন রোমের বিশপ; পরবর্তীকালীন নানা লেখকগণও একই খবর উপস্থাপন করেন।

সেই একই ৪র্থ শতাব্দীতে পোপ প্রথম দামাসুস হিপ্পলিতুস নামক এমন সাক্ষ্যমরের সম্মানার্থে ক্ষুদ্র একটা কবিতা লেখেন যিনি আগে ভ্রান্তমতপন্থী ছিলেন।

প্রায় একই সময়ে লাতিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদক সাধু যেরোম এমন হিপ্পলিতুসের কথা উল্লেখ করেন যিনি এমন মণ্ডলীর বিশপ যে-মণ্ডলীর নাম তিনি জানতে পারেননি; সাধু যেরোমও সেই হিপ্পলিতুসের লেখাগুলোর নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু এবারও সেই পুস্তকগুলোর মধ্যে 'প্রৈরিতিক পরম্পরা' নাম উল্লিখিত নয়।

একই ৪র্থ শতাব্দীতে, ৩৫৪ সালেই সঙ্কলিত 'Catalogus Liberianus' (কাতালোগুস লিবেরিয়ানুস) নামক পুস্তকে লেখা রয়েছে, পোপ পন্তিয়ানুস ও প্রবীণ (পুরোহিত) হিপ্পলিতুস ২৩৫ সালে পৌত্তলিক রোম-সাম্রাজ্য দ্বারা সার্দিনিয়া দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে সেইখানে মারা যান।

৫ম শতাব্দীর কবি প্রুদেন্তিউস হিপ্পলিতুস নামক এমন সাক্ষ্যমরের সম্মানার্থে নানা শ্লোক লেখেন যিনি আগে ছিলেন ভ্রান্তমতপন্থী নবাতুসের প্রবর্তিত ধর্মবিচ্ছেদের সমর্থক ও সেকালের পোপ পন্তিয়ানুসের স্থানে নিজেকেই পোপ ঘোষণা করেছিলেন।

সেই একই ৫ম শতাব্দীতে পোপ গেলাসিউস হিপ্পলিতুসকে আরবের বিশপ বলে উল্লেখ করেন।

৭ম শতাব্দীর ‘Chronicon Paschale’ (খ্রনিকোন পাস্কালে - পাস্কাভিত্তিক বিশ্ব কালানুক্রম) নামক পুস্তক সেই হিপ্পলিতুসকে রোমের নিকটবর্তী পর্তুস (আজকালের পর্তুস রোম) শহরের বিশপ বলে তালিকাভুক্ত করে।

অবশেষে ২য় শতাব্দীর একটা মূর্তিও উল্লেখযোগ্য যা জনশ্রুতি অনুসারে ‘হিপ্পলিতুসের মূর্তি’ বলে অভিহিত ছিল, কিন্তু মূর্তিটার যে মাথা, তা সেটার প্রকৃত মাথা নয় অর্থাৎ পরেই তাতে দাড়ি বিশিষ্ট পুরুষের অন্য একটা মাথা দেওয়া হয়েছিল, এবং

পোশাকটা নারীসুলভই পোশাক, এবং মূর্তির স্তম্ভমূলে গ্রীক ভাষায় যে যে পুস্তকের নাম উল্লিখিত রয়েছে, সেগুলো ৩য় শতাব্দীতে, মোটামুটি ২৩৫ সালেই, অর্থাৎ হিপ্পলিতুসের মৃত্যুর সময়ে বা তাঁর মৃত্যুর পরেই খোদাই করা হয়েছিল; তবে, মূর্তিটা যে ২য় শতাব্দীর (অর্থাৎ, মূর্তিটা যে হয় তো সাধু হিপ্পলিতুসের জন্মের আগেকারই মূর্তি), ও সেটার স্তম্ভমূলের লেখা যে মোটামুটি ১০০ বছর পরেই যোগ করা হয়েছে, তা ব্যাপারটা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয় করে তোলে। আজকালের বিশেষজ্ঞগণের মতে, মহিলাটার পোশাক গ্রীক দার্শনিক এপিকুরুসের একটা শিষ্যার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে (সেসময় এক একটা দর্শনবাদের পন্থীগণ নিজ নিজ দর্শনবাদের বিশিষ্ট পোশাক পরত)।

উল্লিখিত অভিমতগুলো কম বেশি সমর্থন বা অস্বীকার করার ফলে তিনটে অভিমত উল্লেখযোগ্য তথা:

১) একজনমাত্র হিপ্পলিতুস ছিলেন যিনি এউসেবিউস ও যেরোমের উল্লিখিত পুস্তকগুলোর রচয়িতা, ও যাঁর সম্মানার্থে রোমে একটা মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল যার স্তম্ভমূলে এমন পুস্তকগুলোর নাম খোদাই করা ছিল যা এউসেবিউস ও যেরোমের উল্লিখিত পুস্তকগুলোতে তালিকাভুক্ত নয়।।

২) হিপ্পলিতুস নামক একজনমাত্র নয়, দু’জন ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম হিপ্পলিতুস ছিলেন ‘প্রৈরিতিক পরম্পরার’ রচয়িতা; কারও কারও মতে তিনি ছিলেন রোমের নকল পোপ, অন্য কারও মতে ছিলেন রোমের একজন প্রবীণ (পুরোহিত)। অন্যদিকে, দ্বিতীয় হিপ্পলিতুস ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও বাইবেল-ব্যাখ্যাতা।

৩) হিপ্পলিতুস নামক তিনজন ব্যক্তি ছিলেন: প্রথম হিপ্পলিতুস ছিলেন রোমের নকল পোপ; দ্বিতীয়জন পূব থেকে রোমে এসে নানা ধর্মপুস্তক রচনা করেছিলেন; তৃতীয়জন 'প্রৈরিতিক পরম্পরার' রচয়িতা।

এ তিনটে অভিমতের মধ্যে, আজকালে প্রথমটাই নানা ভাবে বেশি সমর্থন পায়, অর্থাৎ, হিপ্পলিতুস নামক একজনমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যদিও যাঁরা তাই সমর্থন করেন, সেই বিশেষজ্ঞগণ সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে একমত নন; উদাহরণ স্বরূপ, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ সেই মূর্তিকে হিপ্পলিতুসের সঙ্গে সম্পর্কিত মূর্তি বলে সমর্থন করেন না; আবার, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই হিপ্পলিতুসকে 'প্রৈরিতিক পরম্পরার' রচয়িতা বলে স্বীকার করেন না।

তবু, এই হিপ্পলিতুস সম্পর্কে যথেষ্ট স্বীকৃত তথ্য এ, তিনি রোমীয় পঞ্জিকা অনুসারে ১৭০ সালে জন্ম নেন ও জীবন-শেষে পোপ পন্তিয়ানুসের সঙ্গে ধর্মের কারণে জোরপূর্বক শ্রম শাস্তিতে সার্দিনিয়া দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার পর সাক্ষ্যমর হলেন ও রোমে, তিবুর্তিনা শরণিতে অবস্থিত কবরস্থানে সমাহিত হলেন; অন্যদিকে পোপ পন্তিয়ানুস, রোমে, সাধু কালিস্তুস-করবস্থানে সমাহিত হলেন; প্রবীণ (পুরোহিত) এই হিপ্পলিতুসই রোমীয় ও গ্রীক অর্থোডক্স পঞ্জিকায় ১৩ই আগস্টে পোপ সাধু পন্তিয়ানুসের সঙ্গে সাক্ষ্যমর সাধু বলে সম্মানিত।

সাধু হিপ্পলিতুসের লেখাসমূহ

সাধু হিপ্পলিতুসের স্বীকৃত লেখাগুলো এ: আদিপুস্তক প্রসঙ্গে, বালায়ামের আশীর্বাদ, বিচারকগণ প্রসঙ্গে, রুথ পুস্তক প্রসঙ্গে, শামুয়েল পুস্তকদ্বয় প্রসঙ্গে, সামসঙ্গীত-মালা প্রসঙ্গে, প্রবচনমালা প্রসঙ্গে, উপদেশক পুস্তক প্রসঙ্গে, পরমগীত প্রসঙ্গে, এজেকিয়েল পুস্তক প্রসঙ্গে, দানিয়েল পুস্তক প্রসঙ্গে, মথি-সুসমাচার প্রসঙ্গে, ঐশপ্রকাশ পুস্তক প্রসঙ্গে, খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টবৈরী প্রসঙ্গে, পুনরুত্থান প্রসঙ্গে, যন্ত্রণাভোগ পর্ব উপলক্ষে, ভ্রান্তমতসমূহের বিপক্ষে সিন্তাগ্মা, নোয়েতুসের বিপক্ষে, ফিলোসুমেনা তথা ভ্রান্তমত-খণ্ডন, বিশ্ব প্রসঙ্গে, প্রৈরিতিক পরম্পরা (নিচে দ্রঃ)।

‘প্রৈরিতিক পরম্পরার’ পাঠ্য

ব্যাপারটা যথেষ্ট রহস্যময়, কেননা ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ নামক একটা লেখার নাম অনেক দিন থেকে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ নামক কোন পুস্তক ছিলই না। কেবল ১৯০৬ সাল থেকেই দু’জন বিশেষজ্ঞ প্রাচীন নানা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বর্তমান সমস্ত সম্পর্কিত পাঠ্যগুলো ‘মিশর-মণ্ডলীর গঠন’ নামক এমন লেখা থেকে উদ্গত যা ৪র্থ শতাব্দীর একটা গ্রীক লেখার অনুবাদ। তাঁরা মনে করেন, মূল লেখাটা হল সাধু হিপ্পলিতুসেরই লেখা, ফলে লেখাটা ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ বলে অভিহিত করেন। অন্য কথায়, ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ নামক যে পুস্তক সেসময় পর্যন্ত হারানো বলে বিবেচিত ছিল, সেই বিশেষজ্ঞ দু’জন মনে করেন, সেই পুস্তকই হল ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ পুস্তক। এবিষয়ে আজকালের বিশেষজ্ঞগণ সবাই একমত, যদিও সবাই এটা সমর্থন করেন না যে, পুস্তকটা সাধু হিপ্পলিতুসের লেখা। আমাদের এ অনুবাদে ও টীকায় আমরা ধরে নেব, পুস্তকটা সাধু হিপ্পলিতুসের লেখা পুস্তক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সাধু হিপ্পলিতুস পুরা ‘প্রৈরিতিক পরম্পরার’ রচয়িতা; কেননা বস্তুতপক্ষে ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ বলে অভিহিত লেখাটা মোটামুটি এক’শ বছরেরই আগের একটা লেখা যা রোম মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল ও সাধু হিপ্পলিতুসের আগেকার নানা ব্যক্তিত্ব কালক্রমে উপযোগী করে এসেছিলেন; তাই এটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সাধু হিপ্পলিতুস প্রচলিত সেই লেখাটা আরও বেশি করে কালোপযোগী করেছিলেন।

যেমনটা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, ‘প্রৈরিতিক পরম্পরা’ নামক মূল গ্রীক পাঠ্যটা মুষ্টিমেয় ক’টা পংক্তি বাদে আর নেই, পাঠ্যটা হারিয়ে গেছে। কেবল সেটার নানা প্রাচীন অনুবাদ থেকেই বর্তমান পাঠ্যগুলো পুনঃসংস্কার করা হল। অনূদিত পাঠ্যগুলো হল লাতিন পাঠ্য (৪র্থ শতাব্দী) যা মূল গ্রীক পাঠ্যের অনুবাদ, কোপ্তীয়-সাহিদীয় পাঠ্য (১১শ শতাব্দী) যা মূল গ্রীক পাঠ্যের অনুবাদ, কোপ্তীয়-বহাইরীয় পাঠ্য (১৯শ শতাব্দী) যা কোপ্তীয়-সাহিদীয় অনুবাদের অনুবাদ, আরবি পাঠ্য (১৩শ শতাব্দী) যা কোপ্তীয়-সাহিদীয় অনুবাদের অনুবাদ, ইথিওপীয় পাঠ্য

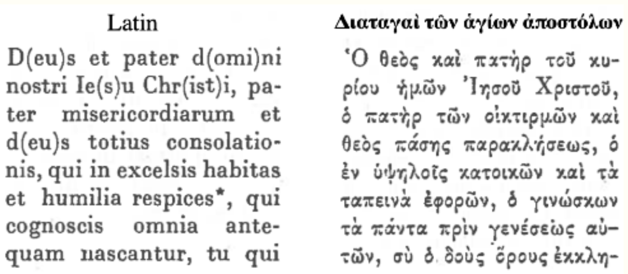

Latin	Διαταγαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων
D(eu)s et pater d(omi)ni nostri Ie(s)u Chr(ist)i, pater misericordiarum et d(eu)s totius consolationis, qui in excelsis habitas et humilia respices*, qui cognoscis omnia antequam nascantur, tu qui	Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, ὁ γινώσκων τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, σὺ ὁ δοὺς ὅρους ἐκκλη-

(পরবর্তীকালীন) যা এমন অন্য আরবি অনুবাদের অনুবাদ যা কোপ্তীয়-সাহিদীয় অন্য একটা অনুবাদের অনুবাদ। এসমস্ত অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ নয়, তবু বিশেষজ্ঞগণের মতে লাতিন অনুবাদ খুব সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং, আধুনিক ভাষায় অনূদিত অন্যান্য অনুবাদের মত এই বাংলা অনুবাদও হারানো গ্রীক মূলপাঠ্যের অপূর্ণাঙ্গ লাতিন, কোপ্তীয়, আরবি ও ইথিওপীয় অনুবাদের অনুবাদ। এসমস্ত প্রাচীন ভাষার মধ্যে বাংলা অনুবাদক কেবল গ্রীক ও লাতিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় পাঠ্যের কোপ্তীয়, আরবি ও ইথিওপীয় অংশগুলোর জন্য বিশেষজ্ঞগণের প্রস্তাবিত অনুবাদের উপর নির্ভরশীল। এক কথায়, মূলত, লাতিন পাঠ্যটাই বাংলায় অনূদিত, এবং যেখানে সেই পাঠ্য অপূর্ণাঙ্গ সেখানে কোপ্তীয়, আরবি ও ইথিওপীয় পাঠ্যগুলো দ্বারা, ও মাঝে মাঝে Διαταγαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων (দিয়াতাগাই তোন হাগিওন আপোস্তলোন - পবিত্র প্রেরিতগণের সংবিধান) নামক একটা প্রাচীন লেখার ক'টা বাক্য দ্বারাও তা পূর্ণাঙ্গ করা হল।

'প্রৈরিতিক পরম্পরার' রচনাশৈলী ও কাঠামো

'প্রৈরিতিক পরম্পরার' রচনাশৈলী সূক্ষ্মরূপে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, কেননা লেখাটার মধ্যে উপাসনা সংক্রান্ত নানা বিধিনিয়ম ও প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তবু লেখাটা শুধু উপাসনা সম্পর্কিত লেখাও নয়, বিধিনিয়ম সম্পর্কিত লেখাও নয়; বরং তা হল সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রচলিত ব্যবস্থা-প্রণয়ন। অর্থাৎ লেখক মণ্ডলীর ব্যবস্থা স্মরণ করাতে অভিপ্রায় করেন ও সেইসঙ্গে নিজের স্থানীয় মণ্ডলীর তথা রোম মণ্ডলীর সাধারণ সদস্যদের কাছে ও সেটার পরিচালকদের কাছে যেমন, তেমনি অন্যান্য মণ্ডলীরও সাধারণ সদস্যদের ও পরিচালকদেরও কাছে নির্দেশনা উপস্থাপন করেন।

'প্রৈরিতিক পরম্পরা' তিনটে অংশে বিভক্ত,

১) মণ্ডলীর গঠন

২) খ্রিষ্টীয় দীক্ষা

৩) মণ্ডলীর রীতিনীতি।

শব্দার্থ

'প্রেরিতিক পরম্পরার' ধর্মীয় পরিভাষা মোটামুটি নূতন নিয়ম ও প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর একই ভাষা, যা আজকালের ধর্মীয় পরিভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, যেমন :

• 'রহস্য'। নূতন নিয়মে, বিশেষভাবে প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলিতে, 'রহস্য' শব্দটি ঈশ্বরের এমন পরিকল্পনা বা কর্মক্রিয়া বোঝায় যা মানুষের কাছে গুপ্ত ও রহস্যময়। সেই অনুসারে প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর নানা ধর্মক্রিয়াও যেমন এউখারিস্তিয়া, বাপ্তিস্ম ও অন্যান্য ধর্মক্রিয়াও 'রহস্য' বলে অভিহিত।।

• εὐχαριστία [এউখারিস্তিয়া], যার অর্থই ধন্যবাদজ্ঞাপন বা ধন্যবাদ-স্তুতি : এই বাক্য-বিশেষ 'প্রভুর ভোজ' (অর্থাৎ এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান বা মিসা) এবং রুটি ও আঙুররসের আকারে 'খ্রিষ্টের দেহ' শব্দ দু'টোর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করত ও করে থাকে।

• পবিত্রজন : বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল যারা, তারা সকলেই এই বিশেষ নামে আখ্যায়িত ছিল।

• শিক্ষাগুরু : যে যে খ্রিষ্টভক্তকে প্রেরিতদূতগণ ধর্মীয় শিক্ষা ও উপদেশ দানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীমণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য নিযুক্ত করতেন, তাঁদের শিক্ষাগুরু বলা হত। এঁরা সাধারণত ভ্রাম্যমান ছিলেন না বরং একটা স্থানীয় মণ্ডলীতে কর্মরত থাকতেন।

• বিশপ, যাজক, প্রবীণ : প্রেরিতদূতদের নির্দেশমত যে যে ভক্তজন একটি স্থানীয় মণ্ডলীকে চালনা ও শাসন করতেন, তাঁদের বিশপ ও প্রবীণ বলা হত। 'প্রৈরিতিক পরম্পরার' পরিভাষায় 'যাজক' বলতে বিশপ বোঝাত।

• পরিসেবক : এঁদের দায়িত্ব ছিল প্রবীণ ও বিশপদের সহযোগিতা দান করা।

রোমের সাধু হিপ্পলিতুস-লিখিত

প্রৈরিতিক পরম্পরা

সূচীপত্র

প্রথম অংশ

- মণ্ডলীর গঠন -

(১-১৪ অধ্যায়)

এই অধ্যায়গুলোর শিরোনাম লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, এগুলো তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত যাঁরা মণ্ডলীতে বিশেষ পদের অধিকারী, যেমন: বিশপ, প্রবীণ ও পরিসেবক। পরিসেবক থেকে বিশপ ও প্রবীণের মধ্যে পার্থক্য এটা যে, তাঁরা হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার একটা বিশেষ অনুগ্রহদান পান যা তাঁদের নিজ নিজ পদে শ্রেণিভুক্ত করে। এরপর আসেন সাক্ষ্যতাদা, অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সামনে নিজের বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন। তিনি এই ভিত্তিতেই বিশেষ সম্মান পাওয়ার অধিকারী। অন্যান্যরাও আছেন যাঁরা হাত রাখার মাধ্যমে নয়, বরং সাধারণ মনোনয়নের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করার জন্য নিযুক্ত, যেমন বিধবা নারী প্রার্থনার মাধ্যমে, পাঠক শাস্ত্র-ঘোষণার মাধ্যমে, ও উপপরিসেবক পরিসেবককে সহায়তার লক্ষ্যে নিযুক্ত; আরও, চিরকুমারী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আজীবন কুমারীত্ব রক্ষা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, এবং, অবশেষে, সেই ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য যে আরোগ্যের অনুগ্রহদান পেয়েছে: এ এমন অনুগ্রহদান যা তার ফলাফল অনুসারে বিচার করা হবে।

সমস্ত নিয়মবিধিতে স্বীয় স্বীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এগুলো মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রথম বিধি হল, বিশপকে অবশ্যই সমগ্র জনগণের দ্বারা বেছে নেওয়া হবে। আপত দৃষ্টিতে, কেউ হয় তো ভাবতে পারে, সেই কালের মানুষেরা এমন স্বায়ত্তশাসিত

গণতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে যারা কেমন যেন একাকিত্বে বাস করে এবং নিজস্ব আইন দ্বারা শাসিত। কিন্তু একজনকে বিশপ করার জন্য বেছে নেওয়টা যথেষ্ট নয়। অন্যান্য বিশপদের দ্বারা হাত রাখাটা প্রয়োজন। স্থানীয় মণ্ডলী নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেয় না; তারা সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত বিশপদের কাছে তাদের বেছে নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থাপন করবে, তবে সেই উপস্থিত বিশপগণ প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে প্রভুর কাছ থেকে যে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন, উপস্থাপিত ব্যক্তির মাথায় হাত রেখে তাঁকে সেই আত্মার অনুগ্রহদানের সহভাগী করা তাঁদেরই উপরে নির্ভর করে। জনগণ ও প্রবীণবর্গের পক্ষে আত্মার অবতরণের জন্য নীরবে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এবং পবিত্রীকরণ-প্রার্থনাই ব্যক্ত করবে বিশপ মণ্ডলীর জন্য কী।

মণ্ডলী হল ঈশ্বরের নতুন জনগণ এবং একই সাথে, পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত নব মন্দির। ঈশ্বর তো নিজের জনগণকে পরিচালক ছাড়া, বা নিজের পবিত্রস্থান প্রবীণত্ব ছাড়া কখনও ফেলে রাখেননি, তাই তাঁকে মিনতি করা হয় তিনি যেন নব ইস্রায়েলের প্রতিও একইভাবে ব্যবহার করেন। বিশপকেই ঈশ্বরের নব জনগণের পরিচালক ও নব মন্দিরের মহাযাজক উভয়ই হতে হবে। কিন্তু তাঁকে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান দ্বারাই এই পদের যোগ্য হতে হবে, এ অনুগ্রহদান এমন যা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাকারী প্রেরিতদূতগণ সেই প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন যিনি নিজের পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই আত্মার গুণে নতুন বিশপ হয়ে ওঠেন খ্রিষ্টের পালের পালক, নব ইস্রায়েলের পরিচালক, নব মন্দিরের মহাযাজক, এবং যে বিশপগণ তাঁকে তাঁদের ভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই বিশপদের সাথে মিলিত হয়ে তিনিও প্রেরিতদূতদের উত্তরসূরী হয়ে ওঠেন।

পবিত্রিত হওয়ার সময় থেকে নতুন বিশপ নিজের প্রবীণবর্গের সঙ্গে এউখারিস্তিয়া উদ্যাপনের মাধ্যমে নিজের যাজকত্ব অনুশীলন করবেন। পরিসেবক অর্ঘ্য আনলে বিশপ প্রবীণদের সঙ্গে হাত রাখেন। বিশপের ভঙ্গি অনুকরণ করে, প্রবীণবর্গ যাজকত্ব অনুশীলন ক্ষেত্রে নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং যেহেতু তাঁরা প্রবীণ-পদে শ্রেণিভুক্ত হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁরা বিশপকে প্রদত্ত আত্মায় অংশগ্রহণ করেন, ঠিক যেমন ইস্রায়েলের প্রবীণেরা মোশির আত্মায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা হল সহ-উদ্যাপনের প্রথম জানা দৃষ্টান্ত।

মণ্ডলীর শ্রেণিবিন্যাস কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়। মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যে

পবিত্র আত্মাকে দান রূপে পেয়েছিল, কেবল পবিত্র আত্মা দ্বারাই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকতে পারে ; এ এমন রহস্য যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সম্প্রদান করা হয়।

বিশপ এবং সেই প্রবীণবর্গ যাঁদের সদস্যরা সুমন্ত্রণার অনুগ্রহদান পেয়েছেন, তাঁদের মুখ্য দায়িত্ব হল পবিত্র পালকে শিক্ষা দেওয়া, মণ্ডলীর জীবন সংগঠিত করা ও নানা ভূমিকা বিতরণ করা। তাঁদের সাথে থাকেন সেই পরিসেবক, যিনি বিশপের হাত রাখার মাধ্যমে অনুগ্রহ এবং উদ্যোগের আত্মা গ্রহণ করেন। উপাসনা কর্মে তার ভূমিকা হল স্থানীয় মণ্ডলীর অর্ঘ্য বেদিতে আনা। কিন্তু তিনি কেমন যেন বিশপের ডান হাতও, বিশেষ করে পীড়িতদের সেযাযত্ন করার ক্ষেত্রে। আরও ক'টা ব্যক্তি আছেন যাঁদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে: বিধবা নারী, পাঠক, উপপরিসেবক, আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান প্রাপ্ত ব্যক্তি। যে একমাত্র শ্রেণি সমস্যা উত্থাপন করে তা হল সাক্ষ্যতাদা-শ্রেণি : এবিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য।

১। ভূমিকা

[এই ভূমিকার মূলপাঠ্য যথেষ্ট অস্পষ্ট ; তাই অনুবাদ উপযোগী সংস্করণের মধ্য দিয়ে পাঠ্যটা অর্থপূর্ণ করতে চেষ্টা করে। আরও, সম্ভবত এ ভূমিকার আগে অন্য কিছু ছিল যা শেষ পাঠ্যে স্থান পায়নি]।

[১] ইতিমধ্যে আমরা সেই অনুগ্রহদানসমূহের কথা ব্যক্ত করার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যা ঈশ্বর, নিজের ইচ্ছা অনুসারে, শুরু থেকে মানুষদের উপরে মঞ্জুর করেছেন যাতে, যে প্রতিমূর্তি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছিল, তা তিনি নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

[২] এবং এখন, 'সকল পবিত্রজনের প্রতি ভালবাসা দ্বারা' (ক) চালিত হয়ে আমরা সেই পরম্পরার সারকথা ব্যক্ত করতে এসে পৌঁছেছি যার উপরে মণ্ডলীর দাঁড়ানো দরকার,

[৩] যাতে করে, যারা যথার্থ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তারা এতক্ষণে সংরক্ষিত সেই পরম্পরাকে আঁকড়িয়ে ধরতে পারে ও আমাদের ব্যক্ত করা শিক্ষা গুণে আরও দৃঢ়তরভাবে দাঁড়াতে পারে ;

[৪] [এর ফলে] তারা যেন সেই পতন বা ভ্রান্তি এড়াতে পারে যা সম্প্রতিকালে অজ্ঞতাবশত ও নানা অজ্ঞ লোক দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে।

[৫] যারা যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করে, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে সিদ্ধ অনুগ্রহ প্রদান করেন, ও যাঁরা মণ্ডলীর শীর্ষপদে স্থিত, তিনি এমনটা দেন যেন তাঁরা জানতে পারেন পরম্পরা বিষয়ে কেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত ও সবকিছুতে কিভাবে সেই পরম্পরা রক্ষা করা উচিত।

২। বিশপ বিষয়

[১] তিনি [সবকিছুতে] অনিন্দনীয় হলে তবে যাঁকে সমস্ত জনগণ দ্বারা বেছে নেওয়া হয়েছে (ক), তাঁকেই বিশপ-পদে শ্রেণিভুক্ত করা হোক (খ)।

[২] এবং তাঁর নাম ঘোষণা করা হলে ও তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলে পর, জনগণ, প্রবীণবর্গ ও বিশপগণ সবাই মিলে প্রভুর দিনে সমবেত হবেন।

[৩] সবার সম্মতিক্রমে বিশপগণ তাঁর উপরে হাত রাখবেন, ও প্রবীণবর্গ কিছু না করে এমনি দাঁড়াবেন।

[৪] সবাই নীরবতা পালন করবে, কিন্তু মনে মনে পবিত্র আত্মার অবতরণের জন্য প্রার্থনা করবেন।

[৫] তারপর, উপস্থিত বিশপদের একজন সবার অনুরোধ ক্রমে, বিশপ-পদে শ্রেণিভুক্ত হতে যাচ্ছেন যিনি, তাঁর উপর হাত রেখে এ বলে প্রার্থনা করবেন :

৩। বিশপ পদশ্রেণিভুক্তি-প্রার্থনা

[১] হে 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর' (ক), তুমি যে 'ঊর্ধ্বলোকে বসবাস কর ও নিম্নাবস্থার সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত কর' (খ), 'তুমি যে একটা কিছু ঘটবার আগেও সেই সবই জান' (গ) ;

[২] তুমি যে তোমার অনুগ্রহের বাণী দ্বারা তোমার মণ্ডলীকে নিয়মবিধি দিয়েছ (ঘ) ; তুমি যে আদি থেকে আব্রাহাম থেকে ধার্মিকদের বংশ নিরূপণ করেছে, তুমি যে গণপ্রধান ও যাজক নিযুক্ত করেছ, তুমি যে তোমার পবিত্রস্থান সেবাকর্মী বিহীন ফেলে রাখনি ; তুমি

যে জগৎপত্তনের সময় থেকে তাদেরই মধ্যে নিজেকে গৌরবান্বিত হতে প্রসন্ন হয়েছ যাদের তুমি বেছে নিয়েছ;

[৩] এখন তুমি তোমা থেকে আগত পরাক্রম, 'প্রধান আত্মার' (ঙ) সেই পরাক্রম বর্ষণ কর যা তুমি তোমার প্রিয় দাস (চ) যিশু খ্রিষ্টকে প্রদান করেছিলে ও যা তিনি তোমার সেই পবিত্র প্রেরিতদূতদের মঞ্জুর করেছিলেন যাঁরা প্রতিটি স্থানে, তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করণার্থে সেই মণ্ডলীকে স্থাপন করেছিলেন—তোমার নামের অবিরাম গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশ্যে।

[৪] হে অন্তর্যামী (ছ) পিতা, যাকে তুমি বিশপ-পদের জন্য বেছে নিয়েছ, তোমার এ দাসের কাছে এমনটা মঞ্জুর কর, তিনি যেন তোমার পবিত্র মেষপাল প্রতিপালন করেন, ও দিবারাত্র অনিন্দনীয় ভাবে তোমার সেবা করায় যাজকত্বের প্রধান ভূমিকা অনুশীলন করেন; তিনি যেন তোমার মুখমণ্ডল নিরন্তর প্রসন্ন করে তোলেন ও তোমার পবিত্র মণ্ডলীর অর্ঘ্য নিবেদন করেন;

[৫] তিনি যেন সেই মহাযাজকত্বের আত্মা গুণে তোমার আজ্ঞাক্রমে পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন (জ); যেন তোমার আদেশক্রমে দায়িত্বভার বণ্টন করেন (ঝ); প্রেরিতদূতদের কাছে তুমি যে অধিকার দিয়েছ, সেই অনুসারে তিনি যেন সমস্ত বন্ধন মুক্ত করেন (ঞ); ও তোমার কাছে সুরভিত সুগন্ধি নিবেদন ক'রে তিনি যেন নম্রতায় ও শুদ্ধহৃদয়ে (ট) তোমার গ্রহণীয় হন,

[৬] তোমার দাস আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে হে পিতা ও পুত্র [ঈশ্বর], গৌরব, প্রতাপ ও সম্মান তোমারই, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪। অর্ঘ্য

[১] তাঁকে বিশপ করা হলে পর সবাই, যেহেতু তিনি যোগ্য হয়ে উঠেছেন, সবাই অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে শান্তি-চুম্বন অর্পণ করবেন।

[২] তখন পরিসেবকেরা তাঁর কাছে অর্ঘ্য আনবেন, ও তিনি গোটা প্রবীণবর্গের সঙ্গে সেই অর্ঘ্যের উপর হাত রেখে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করবেন:

[৩] 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন'।

সবাই বলবে: 'তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুন'।

'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর'।

'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি উত্তোলিত'।

'এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি';

'তা সঙ্গত ও ন্যায্য'।

এবং তিনি এভাবে বলে চলবেন:

[৪] 'হে ঈশ্বর (ক), তোমার প্রিয় দাস সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, যাঁকে চরমকালে তুমি ত্রাণকর্তা, মুক্তিসাধক, ও তোমার সুমন্ত্রণার দূত (খ) রূপে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছ।

[৫] তিনি তোমার অবিচ্ছেদ্য সেই বাণী যাঁর দ্বারা তুমি সমস্তই নির্মাণ করেছ ও যিনি তোমার প্রসন্নতার পাত্র ছিলেন;

[৬] তুমি তাঁকে স্বর্গ থেকে একটা কুমারীর গর্ভে প্রেরণ করেছ ও সেখানে গর্ভস্থ হয়ে তিনি মাংসধারণ করলেন ও নিজেকে পবিত্র আত্মা ও কুমারী থেকে সঞ্জাত তোমার পুত্র বলে দেখালেন।

[৭] তোমার ইচ্ছা পূরণ ক'রে ও তোমার জন্য পবিত্র এক জনগণকে অর্জন ক'রে (গ) তিনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে বাহু প্রসারিত করলেন যাতে যারা তোমাতে ভরসা রাখে তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে পারেন।

[৮] মৃত্যুযন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় সমর্পিত হওয়ার ক্ষণে (ঘ) মৃত্যু বিলীন করার জন্য, দিয়াবলের শেকল ছিন্ন করার জন্য, পাতালকে পদদলিত করার জন্য, ধার্মিকদের আলোতে চালিত করার জন্য, [বিশ্বাসের] নিয়ম স্থির করার জন্য ও পুনরুত্থান প্রকাশ করার জন্য

[৯] তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ও তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন: "গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য ভগ্ন হবে।" তেমনি ভাবে এই বলে পানপাত্রটি গ্রহণ করে নিলেন, "এ আমার রক্ত যা তোমাদের জন্য পাতিত হবে (ঙ)।

[১০] যখন তোমরা তেমনটা কর, তখন আমার স্মরণার্থেই তা কর” (চ)।

[১১] অতএব, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণার্থে এ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে এ রুটি ও পাত্র তোমার কাছে নিবেদন করি; এবং তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, তুমি যে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে ও তোমার যজনকর্ম সম্পাদন করতে আমাদের যোগ্য করে তুলেছ (ছ)।

[১২] এবং তোমাকে মিনতি করি (জ), তুমি যেন পবিত্র মণ্ডলীর অর্ঘ্যের উপরে তোমার পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর: এ পবিত্র রহস্যগুলোতে সহভাগী যারা তাদের সকলকে তোমাতে সম্মিলিত হতে মঞ্জুর কর যেন সত্যের শরণে বিশ্বাসে দৃঢ়ীকৃত হয়ে আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উঠি,

[১৩] যাতে তোমার দাস সেই যিশু খ্রিস্টের দ্বারা আমরা তোমার প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করতে পারি: তাঁরই দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে হে পিতা ও পুত্র, তোমার পবিত্র মণ্ডলীতে গৌরব ও সম্মান তোমারই, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।'

৫। তৈল অর্পণ (ক)

[১] যদি তেল অর্পণ করা হয়, তখন বিশপ, রুটি ও আঙুররসের অর্ঘ্যে যেমন, তেমনি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করবেন; কিন্তু তিনি সেই একই বাণী উচ্চারণ করবেন না, বরং সদৃশ অর্থে বলবেন:

[২] হে ঈশ্বর, এই তেল পবিত্রিত ক'রে, যারা তা গ্রহণ করে তুমি তো তাদের পবিত্রতা দান কর ও তারা তৈলাভিষিক্ত হয়। যে তেল দ্বারা তুমি রাজাদের, যাজকদের ও নবীদের অভিষিক্ত করেছিলে, যারা এই তেল আস্বাদ করে, সেই তেলের মত এই তেলও তাদের সকলকে দৃঢ়তা ও সুস্বাস্থ্য প্রদান করুক।

৬। পনির ও জলপাই অর্পণ

[১] তেমনিভাবে যদি কেউ পনির ও জলপাই অর্পণ করে, তখন বিশপ বলবেন:

[২] এই ঘনীভূত দুধ পবিত্রিত কর, তোমার ভালবাসায় আমাদেরও ঘনীভূত কর।

[৩] এমনটাও মঞ্জুর কর, যেন জলপাইবৃক্ষের এই ফল তোমার সেই মধুরতা থেকে দূরে সরে না যায় যা তোমার সেই বদান্যতার প্রতীক যা তুমি সেই বৃক্ষ থেকে তাদেরই জীবনের জন্য প্রবাহিত করেছ যারা তোমাতে ভরসা রাখে।

[৪] কিন্তু যেকোন ধন্য-স্তুতিবাদে বলা হবে: পবিত্র আত্মার সঙ্গে হে পিতা ও পুত্র, পবিত্র মণ্ডলীতে তোমার গৌরব হোক, এখন, সতত ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৭। প্রবীণ বিষয়

[১] যখন একজন প্রবীণকে শ্রেণিভুক্ত করা হয়, তখন বিশপ তাঁর মাথার উপরে হাত রাখবেন, ও অন্যান্য প্রবীণেরাও একইসময় তাঁকে স্পর্শ করবেন। এবং তিনি তাঁর উপরে সেইভাবে প্রার্থনা করবেন যেভাবে বিশপের বেলায় আগে স্থির করা হয়েছে। তিনি বলবেন:

[২] আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, তোমার এ দাসের উপর দৃষ্টিপাত কর, ও তাঁকে অনুগ্রহ ও প্রবীণত্বের সুমন্ত্রণার আত্মা মঞ্জুর কর তিনি যেন শুদ্ধহৃদয়ে তোমার জনগণকে সহায়তা ও শাসন করেন [ক]।

[৩] তুমি যেমন তোমার মনোনীত জনগণের উপর দৃষ্টিপাত করে মোশিকে এমন প্রবীণদের বেছে নিতে আদেশ করেছিলে যাঁদের তুমি সেই একই আত্মায় পূর্ণ করেছিলে যে আত্মাকে তুমি তোমার দাসকে প্রদান করেছিলে,

[৪] তেমনি, হে প্রভু, এখন এমনটা মঞ্জুর কর, যেন আমাদের মধ্যে তোমার অনুগ্রহের আত্মার কখনও অভাব না হয়; আমাদের যোগ্য করে তোল, যেন আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সরল অন্তরে তোমার যজনকর্ম সম্পাদন করি, ও তোমার প্রশংসাগান করি

[৫] তোমার দাস সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে হে পিতা ও পুত্র, পবিত্র মণ্ডলীতে গৌরব ও পরাক্রম তোমারই, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৮। পরিসেবক বিষয়

[১] যখন একজন পরিসেবক নিযুক্ত করা হয়, তখন তাঁকে সেই অনুসারেই বেছে নেওয়া হবে যে অনুসারে আগে বলা হয়েছে: কেবল বিশপই তাঁর উপরে হাত রাখবেন, এই কারণে যে,

[২] তাঁকে প্রবীণত্বের উদ্দেশে নয় বরং বিশপের সেবা করণার্থেই শ্রেণিভুক্ত করা হয় যাতে তিনি কেবল তাই করেন যা তাঁকে আদেশ করা হয়।

[৩] বাস্তবিকই তিনি প্রবীণবর্গের মন্ত্রণাসভায় অংশ নেন না, কিন্তু দায়িত্ব পালনের জন্য ও বিশপকে দরকারী বিষয় অবগত করার জন্যই নিযুক্ত।

[৪] প্রবীণগণ যাতে সহভাগী, তিনি প্রবীণত্বের সেই স্বীয় সাধারণ আত্মা গ্রহণ করেন এমন নয়, কিন্তু তাই গ্রহণ করেন যা বিশপের অধিকারে তাঁর কাছে ন্যস্ত করা হয় [ক]।

[৫] সেজন্য একাই বিশপ একজনকে পরিসেবক করবেন।

[৬] কিন্তু প্রবীণের উপরে অন্যান্য প্রবীণগণও হাত রাখবেন কারণ তাঁরা সেই সদৃশ আত্মার অধিকারী যিনি গোটা প্রবীণবর্গের স্বীয় সাধারণ আত্মা।

[৭] বাস্তবিকই প্রবীণ এই আত্মাকে গ্রহণ করার অধিকার রাখেন, কিন্তু এই আত্মাকে প্রদান করার অধিকার রাখেন না।

[৮] এজন্য তিনি কাউকে প্রবীণ ও পরিসেবক পদে শ্রেণিভুক্ত করেন না। তথাপি, প্রবীণ-পদ শ্রেণিভুক্তিতে তিনি [হাত দিয়ে কেবল] সম্মতি-চিহ্ন দেন, কিন্তু বিশপই শ্রেণিভুক্তি সম্পাদন করেন।

[৯] পরিসেবকের উপরে বিশপ এটা বলবেন:

[১০] হে ঈশ্বর, তুমি সবই সৃষ্ট করেছ ও তোমার বাণী দ্বারা তা সুবিন্যস্ত করেছ; হে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের পিতা, যাঁকে তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে সেবা করতে ও তোমার সঙ্কল্প প্রকাশ করতে প্রেরণ করেছ;

[১১] যাঁকে তুমি তোমার মণ্ডলীকে সেবা করতে, ও তোমার প্রতিষ্ঠিত মহাযাজক দ্বারা তোমার পবিত্রস্থানে যা তোমার নামের গৌরবার্থে তোমার কাছে উপনীত, তা পবিত্রতায় উপস্থাপন করতে যাঁকে বেছে নিয়েছ, তোমার এই দাসকে অনুগ্রহ, ধর্মাগ্রহ ও

উদ্যোগের আত্মা মঞ্জুর কর, যাতে করে, ধর্মসেবার দায়িত্ব অনিন্দনীয় ভাবে ও উত্তমরূপে পালন করায় তিনি উচ্চতর পদ লাভ করতে (খ) ও তোমার প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করতে পারেন

[১২] তোমার দাস আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে, গৌরব, প্রতাপ ও প্রশংসা তোমার, এখন, সতত ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৯। সাক্ষ্যদাতা বিষয় (ক)

[১] যদি কোন সাক্ষ্যদাতা প্রভু-নামের খাতিরে কারাগারে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় হয়ে থাকেন, পরিসেবা বা প্রবীণ পদ শ্রেণিভুক্তির জন্য তাঁর উপরে হাত রাখা হবে না। কারণ তিনি নিজের সাক্ষ্যদান দ্বারাই প্রবীণত্ব-মর্যাদার অধিকারপ্রাপ্ত। কিন্তু যদি তাঁকে বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলে তাঁর উপরে হাত রাখা হবে।

[২] কিন্তু তিনি এমন সাক্ষ্যদাতা হলে যাঁকে কর্তৃপক্ষের সামনে আনা হয়নি বা শেকলের শাস্তি দেওয়া হয়নি বা অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি কিন্তু আমাদের প্রভুর নামের খাতিরে সাক্ষ্যদান সত্ত্বেও যাঁকে কেবল উপহাসই করা হয়েছে ও পারিবারিকই শাস্তি ভোগ করানো হয়েছে, তবে তিনি যত পদের যোগ্য, সেই সমস্ত পদের জন্য তাঁর উপরে হাত রাখা হবে।

[৩] বিশপ উপরে দেওয়া সূত্র অনুসারে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করবেন।

[৪] তাঁর পক্ষে, উপরে দেওয়া একই কথা উচ্চারণ করা আদৌ দরকার হয় না, কেমন যেন তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজের ধন্যবাদ-স্তুতিতে মুখস্থ করা সেই কথা বলতে চেষ্টা করেন; বরং এক একজন নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারেই প্রার্থনা নিবেদন করবেন।

[৫] কেননা, তিনি যদি সমীচীন ভাবে সুদীর্ঘ প্রার্থনা নিবেদন করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তা উত্তম; অন্যথা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা নিবেদন করা হোক। এটাই যথেষ্ট হোক যে, প্রার্থনাটা নির্ভুল ও যথার্থ হবে।

১০। বিধবা নারী বিষয়

[১] যখন একজন বিধবা নারী নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে পদশ্রেণিভুক্ত করা হয় না, কিন্তু তাঁকে কেবল মনোনীতই করা হয়।

[২] তিনি যদি দীর্ঘকাল আগেই স্বামী হারিয়ে থাকেন, তাহলে পদশ্রেণিভুক্তি সম্পাদিত হোক;

[৩] কিন্তু যদি তিনি সম্প্রতিকালেই মাত্র স্বামী হারিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর উপরে আস্থা রাখতে নেই। তিনি বৃদ্ধা হলেও তাঁকে নির্দিষ্ট এক সময় ধরে যাচাই করা হবে, কেননা যারা নিজেদের মধ্যে ভাবাবেগের জন্য স্থান রেখেছে, তাদের সঙ্গে প্রায়ই ভাবাবেগও বৃদ্ধ হয়।

[৪] বিধবা নারীকে কেবল বাণী দ্বারাই নিযুক্ত করা হোক, এবং তাঁকে [তালিকাভুক্ত] বিধবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। কিন্তু তাঁর উপর হাত রাখা হবে না, কেননা তিনি অর্ঘ্যও অর্পণ করেন না, উপাসনা কর্মেও কোন ভূমিকা রাখেন না।

[৫] বাস্তবিকই, যাঁরা কোন না কোন উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করেন, পদশ্রেণিভুক্তি শুধু তাঁদেরই জন্য সীমাবদ্ধ হয় (ক)। কিন্তু বিধবা নারী প্রার্থনার জন্যই নিযুক্ত, এবং এ ভূমিকা সকলের অধিকার।

১১। পাঠক বিষয়

পাঠক তখনই নিযুক্ত হন যখন বিশপ তাঁকে [বাইবেল] পুস্তক হস্তান্তর করেন। বাস্তবিকই তাঁর উপর হাত রাখা হয় না।

১২। চিরকুমারী বিষয়

চিরকুমারীর উপরে হাত রাখা হবে না, কেননা শুধুমাত্র তাঁর সিদ্ধান্তই তাঁকে চিরকুমারী করে তোলে।

১৩। উপপরিসেবক

উপপরিসেবকের উপরে হাত রাখা হবে না, কিন্তু তাঁকে মনোনীত করা হবে যেন তিনি পরিসেবকের সহায়তা করেন।

১৪। আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান বিষয়

যে কেউ বলে, আমি [আধ্যাত্মিক] প্রকাশের মাধ্যমে আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান পেয়েছি, তার উপরে হাত রাখা হবে না। বাস্তবিকই অবস্থা-পরিস্থিতিই প্রকাশ করবে সে সত্যিকথা বলেছে কিনা।

---

১ (ক) এফে ১:১৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

২ (ক) 'যাঁকে সমস্ত জনগণ দ্বারা বেছে নেওয়া হয়েছে': χειροτονεῖσθαι (খেইরোতোনেইস্থাই) গ্রীক শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, হাত তোলার মাধ্যমে বেছে নেওয়া। লক্ষণীয় বিষয়, বিশপ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত জনগণও অধিকার রাখে।

(খ) শ্রেণিভুক্তি: Ordinare (অরদিনারে) লাতিন শব্দের অর্থই 'শ্রণিভুক্ত করা'।

৩ (ক) ২ করি ১:৩।

(খ) সাম ১১৩:৫-৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) দা ১৩:৪২ গ্রীক পাঠ্য দ্রঃ।

(ঘ) 'অনুগ্রহের বাণী' বলতে পবিত্র শাস্ত্র বোঝায়। সুতরাং, যেহেতু মণ্ডলী হল নব ইস্রায়েল, ও পুরাতন নিয়মে যা করা হয়েছিল তা এমন দৃষ্টান্ত যা আজ মণ্ডলীতে অনুরসণ করা দরকার, সেজন্য, যেমন পুরাতন নিয়মে পবিত্র শাস্ত্রই যাজক ও লেবীয়দের পবিত্রীকরণ ও নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনি আজও পবিত্র শাস্ত্র এক্ষেত্রে 'মণ্ডলীকে নিয়মবিধি' দিয়ে থাকে।

(ঙ) সাম ৫১:১৪ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ। পদশ্রেণিভুক্তি বিশেষ একটা অনুগ্রহদান মঞ্জুর করে; বিশপের বেলায় অনুগ্রহদানটা হল সেই 'প্রধান আত্মা' যা গণপ্রধানকে মানায়; প্রবীণের বেলায় অনুগ্রহদানটা হল অনুগ্রহ ও সুমন্ত্রণার আত্মা (৭:২ দ্রঃ); ও পরিসেবকের বেলায় অনুগ্রহদানটা হল অনুগ্রহ, ধর্মাগ্রহ ও উদ্যোগের আত্মা' (৯:১১ দ্রঃ)।

(চ) 'দাস' শব্দটা প্রার্থনাটার প্রাচীনতা স্বীকার করে (প্রেরিত ৪:২৭ দ্রঃ); তবু একথাও স্মরণযোগ্য যে, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় দাস বলতে পুত্রও বোঝায়।

(ছ) প্রেরিত ১৫:৮।

(জ) যোহন ২০:২৩।

(ঝ) প্রেরিত ১:২৬ দ্রঃ।

(ঞ) মথি ১৮:১৮ দ্রঃ।

(ট) মথি ৫:৮।

৪ (ক) এটি সবচেয়ে প্রাচীন এউখারিস্তীয় প্রার্থনা (কানোন) যা আজকালের মিসাগ্রন্থে ২য় এউখারিস্তীয় প্রার্থনার জন্য প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত। লক্ষণীয় বিষয়, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' অংশটা এ প্রাচীন প্রার্থনায় অনুপস্থিত।

(খ) ইশা ৯:৫ গ্রীক পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) 'তোমার ইচ্ছা পূরণ ক'রে ও তোমার জন্য পবিত্র এক জনগণকে অর্জন ক'রে': অনুবাদান্তরে, 'তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ও তোমার জন্য পবিত্র এক জনগণকে অর্জন করার জন্য' (ইত্যাদি)।

(ঘ) 'মৃত্যুযন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় সমর্পিত হওয়ার ক্ষণে': অনুবাদান্তরে: মৃত্যুযন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পিত ক'রে' ইত্যাদি।

(ঙ) 'এ আমার রক্ত যা তোমাদের জন্য পাতিত হবে': অনুবাদান্তরে, 'এ আমার রক্ত যা তোমাদের জন্য ভগ্ন' বা 'পাতিত'।

(চ) লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪-২৫ দ্রঃ।

(ছ) 'তোমার যজনকর্ম সম্পাদন করতে আমাদের যোগ্য করে তুলেছ'। গ্রীক পাঠ্য: 'তোমার সেবাকর্ম সম্পাদন করতে আমাদের যোগ্য করে তুলেছ'।

(জ) 'তোমাকে মিনতি করি': খ্রিষ্টীয় উপাসনায়, পবিত্র আত্মার প্রতি মিনতিসমূহের মধ্যে এটাই প্রাচীনতম।

৫ (ক) 'তৈল অর্পণ': ৫ ও ৬ অধ্যায় এমন অর্ঘ্য উপস্থাপন করে যা মিসার অর্ঘ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। ৪ অধ্যায়ের সঙ্গে ধারাবাহিকতা ৭ অধ্যায়েই পুনরায় শুরু হবে।

৭ (ক) ১ করি ১২:২৮ দ্রঃ।

৮ (ক) 'প্রবীণগণ যাতে সহভাগী ...'; বিকল্প আরবি, কোপ্তীয় ও ইথিওপীয় পাঠ্য: 'প্রবীণগণ যাতে সহভাগী, তিনি সেই প্রবীণত্বের আত্মা গ্রহণ করার জন্য যে নিযুক্ত হন, এমনটাও নয়, কিন্তু তিনি এতেই নিযুক্ত, যাতে সতর্ক থাকেন, বিশপের আস্থার যোগ্য হন, ও সমুচিত যত বিষয়ে বিচক্ষণ থাকেন।'

(খ) ১ তি ৩:১৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৯ (ক) এই অধ্যায় পড়ে অবাক লাগে যে, প্রবীণত্বের জন্য সাক্ষ্যতাদার উপর হাত রাখার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি তার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রবীণের মর্যাদা অর্জন করেন। এর অর্থ কি এই যে তিনি একজন প্রবীণের গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁর সাক্ষ্যদান প্রবীণ-পদ শ্রেণিভুক্তির ভূমিকা পূরণ করে? এটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না, কারণ অন্য কোথাও এই ধরণের প্রথার কোনও চিহ্ন নেই।
এখানে যা আরও সম্ভাব্য বলে মনে হয় তা হল: প্রথম শতাব্দীতে সাক্ষ্যতাদারা মহৎ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, কিন্তু এটাও জানা কথা যে, কেউ কেউ সেই শ্রদ্ধা অপব্যবহার করেছিলেন ও বিব্রতকর চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ কেউ, নির্যাতনের সময় যারা ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল তাদের পুনর্মিলনের জন্য সুপারিশ দেওয়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং তাদের পুনর্মিলিত করার অধিকার দাবি করেছিলেন। ‘প্রৈরিতিক পরম্পরায়’ এবিষয়ে একপ্রকার সংকোচন লক্ষ করা যায়। মনে হয় এধরনের সাক্ষ্যদাতা বহুসংখ্যক হয়ে উঠেছিলেন, এবং এই লেখক তাঁদেরই মধ্যে পার্থক্য রাখেন যাঁরা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং যারা, হয় তো পিতামাতা বা শিক্ষকদের কাছ থেকে, ব্যক্তিগত শাস্তির পাত্র হয়েছিল।
ব্যক্তিগত শাস্তিন পাত্র হয়েছিল যারা, তারা বিশেষ কোনও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত না। অন্যদের ক্ষেত্রে, যাঁদের গ্রেপ্তার বা কারাদণ্ড প্রমাণিত করা যেত, স্থানীয় মণ্ডলীতে তাঁদের সম্মানের স্থান পাওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু একজন বিশপের পক্ষে তাঁর প্রবীণবর্গে এইসব বিব্রতকর মানুষকে রাখা সুবিধাজনক ছিল না যেহেতু তারা মাঝে মাঝে তাঁর অধিকার জবরদখল করত। তাদের বরং বোঝানো উচিত ছিল যে প্রবীণ-পদ শ্রেণিভুক্তি তাদের জন্য পদোন্নতি হবে না, কারণ সাক্ষ্যতাদা হিসেবে তাদের প্রবীণদের সমতুল্য সম্মানের স্থান ছিল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই ব্যাখ্যাটাই লেখাটার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এমনটা মনে হয় না যে, লেখক, যিনি পদ-শ্রেণিভুক্তিতে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণে এত গুরুত্ব দেন, তিনি মেনে নিচ্ছিলেন, বিশ্বাস-রক্ষার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করাটা পবিত্র আত্মাকে প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল।

১০ (ক) ‘যাঁরা কোন না কোন উপাসনা-কর্মকে সম্পাদন করেন, পদশ্রেণিভুক্তি শুধু তাঁদেরই জন্য সীমাবদ্ধ হয়’: এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, একাল থেকে মণ্ডলীতে পদশ্রেণিভুক্তি অনুষ্ঠান হাত রাখার মাধ্যমে কেবল বিশপ, প্রবীণ ও পরিসেবককেই লক্ষ করে।

দ্বিতীয় অংশ

- খ্রিষ্টীয় দীক্ষা -

(১৫-২১ অধ্যায়)

এই দ্বিতীয় অংশ প্রাথমিক খ্রিষ্টীয় সাহিত্যের একটা অনন্য দলিল বলে বিবেচনাযোগ্য, এবং যদিও আমরা তের্তুল্লিয়ানুসের লেখাগুলোতে খ্রিষ্টীয় দীক্ষা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য খুঁজে পেতে পারি, তিনি আমাদের বিস্তৃত একটা দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন না। পরবর্তীকালে, দীক্ষার শেষ পদক্ষেপ বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যাই হোক, এমন কোনও দলিল নেই যা প্রার্থীর উপস্থাপনা থেকে শুরু করে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে উদ্যাপিত এউখারিস্তিয়া পর্যন্ত আমাদের এই দীক্ষার সমস্ত পদক্ষেপ দেখায়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি এতটাই বাস্তবসম্মত যে সেগুলি আমাদের সেই সময়ের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনধারায় প্রবেশ করতে সাহায্য করে। প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আমরা পদশ্রেণিভুক্ত নয় লোকদের ভূমিকা দেখতে পাই। তারাই প্রার্থীদের উপস্থাপন করে এবং পরে তাদের অভিভাবক হয়, কেবল শুরুতেই নয়, যখন তাদের বাপ্তিস্মের জন্য মনোনীত করা হয়, তখনও। এমনকি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, পদশ্রেণিভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিও সাধারণ নিয়মকানুন অক্ষুণ্ন রেখেই ধর্মশিক্ষা পরিচালনা করতে পারে: সে দীক্ষার্থীদের উপর প্রার্থনা করবে ও তাদের উপর হাত রাখবে।

নিষিদ্ধ পেশা সম্পর্কিত অধ্যায়টা (১৬ অধ্যায়) আমাদের সেই সময়ের সামাজিক পরিবেশ সূক্ষ্মরূপে দেখায়। মণ্ডলী বাধ্যতামূলক প্রবেশ-প্রণালী অনুশীলন করা থেকে অনেক দূরে। এর বিপরীতে, যারা সুসমাচারের শিক্ষার সাথে সাথে নিজেদের আচরণ অনুরূপ করতে অনিচ্ছুক, মণ্ডলী তাদের দূরে রাখা প্রয়োজন মনে করে। অশ্লীল ব্যবসা এবং অসৎ পেশা ছাড়াও, এমন কিছু আছে যা কোনও না কোনওভাবে পৌত্তলিকতার সাথে সম্পর্কিত, যেমন সেইসব কিছু যা অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আজ আমাদের সমাজ খেলাধুলা এবং শিল্পকলা খুবই সমর্থন এমনকি প্রশংসাই করে, কিন্তু সেই সময়ে সেগুলোর উৎপত্তির কারণে সোগুলি পৌত্তলিক বলে বিবেচিত হত। এর ফলে ভাস্করকে দেবতাদের মূর্তি তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হত; শিক্ষক পৌত্তলিক লেখকদের লেখা বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারত না। এবং আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়: অধীনস্থ বা

অধিকারপ্রাপ্ত হোক সকল সৈন্যদের পক্ষে রক্তপাত সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; একইপ্রকারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারী যে বিচারক, তিনিও একই নিষেধাজ্ঞার অধীন ছিলেন।

যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছাল, তাদের পক্ষ 'মনপরিবর্তন করা' কোনও ফাঁকা কথা ছিল না, এবং শয়তান ও তার 'সমস্ত আকর্ষণ ও কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান' কোনও অর্থহীন সূত্র ছিল না: বরং সেই সূত্র উচ্চারণে দীক্ষাপ্রার্থী এমন কিছু প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য ছিল যা তার দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করত। একবার ভর্তি হওয়ার পর, দীক্ষাপ্রার্থীকে তিন বছর ধরে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হত। সে অবিরত এমন শিক্ষা পেত যার মধ্যে প্রার্থনা ও হাত রাখার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাপ্তিস্মের জন্য তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির জন্য ভর্তি হওয়ার আগে, তাকে একটা নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত এবং প্রাথমিক অপশক্তি-বিতাড়ন ধর্মক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হত। বাস্তবিকই শয়তানের রাজত্ব একটা বাস্তবতা, কারণ পৌত্তলিকতা সর্বদা জীবিত এবং সমস্ত সামাজিক জীবনে ব্যাপ্ত। সম্ভবত দীক্ষা-প্রস্তুতিকালীন রীতিনীতির বিকাশ পালকীয় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় দীক্ষা তিনটে অনুষ্ঠান লক্ষ করে তথা বাপ্তিস্ম, পবিত্র আত্মাকে দান, এউখারিস্তিয়া: তা ২১ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, আমাদের জানা যতগুলো অনুষ্ঠানরীতির মধ্যে এটাই সবচেয়ে সম্পূর্ণ। আফ্রিকা কেবল বাপ্তিস্মের পরবর্তী তৈললেপনেরই কথা জানত, এবং সিরিয়া, প্রথমে, কেবল বাপ্তিস্মের পূর্ববর্তী তৈললেপনেরই কথা জানত। 'প্রৈরিতিক পরম্পরা' লেখাটা উভয় তৈললেপনের কথা জানে, এমনকি দ্বিতীয়টাও দু'ভাগে বিভক্ত: তৈললেপনটা প্রবীণ দ্বারা শুরু হয়, ও বিশপ দ্বারা শেষ হয় যখন তিনি প্রার্থীর মাথা তেল দিয়ে লেপন করেন। দীক্ষা অনুষ্ঠান এউখারিস্তিয়ার মাধ্যমে শেষ হয়, যা অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ।

১৫। বিশ্বাসে নবাগতজন বিষয় (ক)

[১] যারা প্রথম বারের মত বাণী শুনবার জন্য এগিয়ে আসে, গোটা জনগণ প্রবেশ করার আগে তাদের সর্বপ্রথমে শিক্ষাগুরুদের সাক্ষাতে আনা হবে,

[২] এবং তারা যে কোন্ কারণে বিশ্বাসে এগিয়ে আসছে, সেবিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এবং যারা তাদের এনেছে, তারা সাক্ষ্য দেবে তারা বাণী শুনবার উপযোগী কিনা।

[৩] এক একজনের বধু আছে কিনা ও এক একজন দাস কিনা, এবিষয়েও তাদের জীবন ও জীবনধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

[৪] একজন কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির দাস হলে ও তার প্রভু এব্যাপারে অনুমতি দিলে তবে তাকে শুনতে দেওয়া হোক। তার প্রভু তার বিষয়ে ইতিবাচক সাক্ষ্য না দিলে, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[৫] তার প্রভু পৌত্তলিক হলে, তবে, যাতে তার বিষয়ে নিন্দাজনক কিছু না ঘটে তাকে নিজের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে (খ) শিক্ষা দেওয়া হোক।

[৬] কোন পুরুষের স্ত্রী থাকলে বা কোন স্ত্রীলোকের স্বামী থাকলে তবে তাদের এশিক্ষা দেওয়া হোক যে, পুরুষের তার নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে ও স্ত্রীলোকের তার নিজের স্বামীকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে।

[৭] অবিবাহিত পুরুষকে ব্যভিচার না করার ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হবে, বরং এশিক্ষা দেওয়া হবে সে যেন হয় বৈধভাবে বিবাহ করে, না হয় যেন নিজেকে সংযত রাখে।

[৮] একজন দিয়াবলগ্রস্ত হলে তবে শুচীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন ধর্মতত্ত্বের কথা না শোনে।

১৬। পেশাবৃত্তি

[৯] যাদের প্রশিক্ষণের জন্য আনা হয়, তাদের পেশাবৃত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হোক।

[১০] যে কেউ পতিতালয় চালায়, সে হয় তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১১] যে কেউ ভাস্কর (ক) বা চিত্রকর, তাকে শেখানো হোক সে যেন প্রতিমা তৈরি না করে। সে তেমন কর্ম ত্যাগ না করলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১২] যে কেউ অভিনেতা বা যে কেউ রঙ্গশালায় অভিনয় ব্যবস্থা করে, সে হয় তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৩] যে কেউ শিশুদের শিক্ষা দেয়, সে তেমন কর্ম ত্যাগ করলে তবে ভাল। কিন্তু জীবিকার জন্য তার অন্য কোন পেশা না থাকলে তবে তাকে [তেমন কর্ম চালাবার] অনুমতি দেওয়া হোক।

[১৪] একই প্রকারে যে রথচালক ক্রিড়া-প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় বা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অভ্যস্ত, সে হয় তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৫] যে কেউ খড়্গাবিদ (খ) বা খড়্গাবিদদের লড়াই করতে প্রশিক্ষণ দেয় বা রঙ্গভূমিতে বন্যজন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এমন পশুঘাতক বা খড়্গাবিদদের অভিনয়তে সংস্পৃক্ত এমন সরকারী ব্যক্তিত্ব, সে হয় তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৬] যে কেউ প্রতিমা-পূজারী বা প্রতিমার রক্ষক, সে হয় তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৭] অধীনস্থ সৈন্য নরহত্যা করবে না; তেমনটা করতে আদেশ পেলে সে সেই আদেশ মেনে চলবে না। তাকে বলতে হবে সে যেন শামরিক শপথ না নেয়। সে রাজি না হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৮] মৃত্যু বা জীবনের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বেগুনি রঙের কাপড় পরা বেসামরিক বিচারক হয় তেমন দায়িত্ব ত্যাগ করুক, না হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[১৯] যেকোন দীক্ষাপ্রার্থী বা খ্রিষ্টবিশ্বাসী সামরিক জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করলে তাকে বিচ্যুত করা হোক। কেননা সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেছে।

[২০] যেকোন বেশ্যা বা দুশ্চরিত্র বা দূষিত পুরুষ বা যে কেউ এমনটা করে যা উল্লেখ করা মানায় না; এরা কলুষিত বিধায় এদের প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[২১] মন্ত্রজালিকের কথা বিবেচনার ব্যাপারও নয়।

[২২] গণক বা জ্যোতিষী বা স্বপ্নবেত্তা বা বাগাড়ম্বরকারী বা জাল টাকার বা মাদুলির প্রস্তুতকারক: এরা তেমন কর্ম ত্যাগ করুক, না হয় তাদের সবাইকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[২৩] কোন মানুষের উপপত্নী দাসী হলে, সে [ধর্মশিক্ষা] শুনুক, কিন্তু এই শর্তে যে, সে নিজের সন্তানদের মানুষ করেছে ও শুধুমাত্র সেই পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে। অন্যথা তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[২৪] কোন পুরুষের উপপত্নী থাকলে, সেই পুরুষ তেমন কর্ম ত্যাগ করুক ও বৈধভাবে বিবাহ করুক; সে তেমনটা না করলে তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হোক।

[২৫] আমরা যদি কোন বিষয় অবহেলা করে থাকি, তবে যা করণীয়, পেশাবৃত্তি নিজেটাই তা তোমাদের শেখাবে; কেননা আমরা সবাই ঈশ্বরের আত্মার অধিকারী।

১৭। পেশাবৃত্তি সংক্রান্ত এ অধ্যায়ের পরে বাণী-শ্রবণের কাল বিষয়

[১] দীক্ষাপ্রার্থী তিন বছর প্রশিক্ষণ পালন করবে।

[২] যে কেউ আগ্রহী ও এবিষয়ে উত্তমরূপে অধ্যবশায়ী, তাকে গ্রহণ করা হোক, কেননা কাল যে বিচার্য তা নয়, আচরণই তো একমাত্র বিচার্য বিষয়।

১৮। বাণীর শ্রোতার প্রার্থনা বিষয়

[১] শিক্ষাগুরু প্রশিক্ষণ শেষ করলে দীক্ষাপ্রার্থীরা বিশ্বাসীদের থেকে আলাদা হয়ে নিজে নিজে প্রার্থনা করবে।

[২] বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হোক বা দীক্ষাপ্রার্থী হোক স্ত্রীলোকেরা জনসমাবেশে নিজেদের মধ্যে আলাদা স্থানে দাঁড়াবে।

[৩] কিন্তু প্রার্থনা একবার শেষ হলে পর দীক্ষাপ্রার্থীরা শান্তি-চুম্বন দেবে না, কেননা তাদের চুম্বন এখনও পবিত্র নয় [ক]।

[৪] কিন্তু বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তারা পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে একে অন্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাবে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাবে না।

[৫] উপরন্তু, স্ত্রীলোকেরা সবাই মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে, কিন্তু ক্ষোম-কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে শুধু নয়, কেননা সেটা যথেষ্ট আবৃত করে না।

১৯। দীক্ষাপ্রার্থীদের উপরে হস্তার্পণ বিষয়

[১] প্রার্থনার পরে শিক্ষাগুরু দীক্ষাপ্রার্থীদের উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করবেন ও তাদের বিদায় দেবেন। প্রশিক্ষক পদশ্রেণিভুক্ত হোন বা পদশ্রেণিভুক্ত না হোন, তিনি সেইমতই করুন।

[২] যেকোন দীক্ষাপ্রার্থীকে [প্রভু] নামের খাতিরে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে যেন সাক্ষ্যদানের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে না দেওয়া হয়। কেননা পাপের ক্ষমা পাবার আগেও সহিংসতা ভোগ করলে বা প্রাণত্যাগ করলে তাকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। বাস্তবিকই নিজের রক্তেই তার বাপ্তিস্ম হয়েছে।

২০। যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তাদের বিষয়

[১] যাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে, তাদের মনোনীত (ক) করার পর তাদের জীবনাচরণ পরীক্ষাধীন হোক: অর্থাৎ, দীক্ষাপ্রার্থী হওয়ার সময়ে তারা ভক্তি সহকারে জীবনযাপন করেছে কিনা, বিধবা নারীদের সম্মান করেছে কিনা, পীড়িতদের দেখতে গিয়েছে কিনা, শুভকর্ম সম্পাদন করেছে কিনা।

[২] যারা তাদের উপনীত করে, তারা যদি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তেমনটা করেছে, তাহলে তারা সুসমাচার শুনবে।

[৩] যে সময় তাদের মনোনীত করা হয়েছে ও আলাদা রাখা হয়েছে, সে সময় থেকে প্রতিদিন তাদের উপরে হাত রাখা হোক ও তাদের জন্য অপশক্তি বিতাড়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হোক। এবং তাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণের দিন ঘনিয়ে আসতেই বিশপ নিজে তাদের এক একজনের জন্য অপশক্তি বিতাড়ন ক্রিয়া সম্পাদন করবেন যাতে তিনি এতে নিশ্চিত হন যে, তারা শুচীকৃত হয়েছে।

[৪] কিন্তু উত্তম নয় বা শুচী নয় এমন একজন থাকলে, তাকে একাই এক পাশে রাখা হবে, কেননা সে বিশ্বাস সহকারে বাণী শোনেনি, কারণ সেই বিদেশী (খ) যে সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখবে তা সম্ভব নয়।

[৫] যাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার কথা, তাদের এশিক্ষা দেওয়া হোক, যেন সপ্তাহের পঞ্চম দিনে [অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে] তারা স্নান করে ও নিজেদের ধৌত করে।

[৬] কোন স্ত্রীলোকের মাসিক হলে, তাকে আলাদা স্থানে একাই রাখা হোক ও অন্য এক দিনে তার বাপ্তিস্ম হোক।

[৭] যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তারা শুক্রবারে উপবাস পালন করবে ও বিশপের ইচ্ছাক্রমে শনিবার দিনে এক স্থানে সমবেত হবে। তাদের সকলকে প্রার্থনা করতে ও হাঁটুপাত করতে আদেশ করা হবে।

[৮] বিশপ তাদের উপরে হাত রেখে সমস্ত অপদূত বিতাড়ন করবেন যেন সেগুলো তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায় ও কখনও না ফিরে আসে। বিতাড়ন ক্রিয়া শেষ হলে পর তিনি তাদের মুখমণ্ডলের দিকে ফুঁ দেবেন ও তাদের কপাল, কান, নাক [ক্রুশচিহ্নে] চিহ্নিত করার পর তাদের পায়ে দাঁড় করাবেন [গ]।

[৯] তারা শাস্ত্রপাঠ ও শিক্ষাবাণী শুনতে শুনতে সারা রাত জেগে থাকবে।

[১০] যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে তারা অন্য কোন কিছুই সঙ্গে করে আনবে না, শুধুমাত্র তাই আনবে যা এক একজন এউখারিস্তিয়ার জন্য আনে। কেননা এটা সমীচীন যে, যে যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে সে সেই ক্ষণে নিজের অর্ঘ্য আনবে।

২১। পবিত্র বাপ্তিস্ম সম্প্রদান বিষয়।

[১] মোরগ ডাকার সময়ে প্রথমত জলের উপর প্রার্থনা করা হোক।

[২] সেই জল এমন হোক যা কোন জলকুণ্ডে প্রবাহী বা উপর থেকে প্রবাহী জল। অন্য কোন প্রয়োজন বাদে তেমনটাই হোক। প্রয়োজনটা স্থায়ী ও জরুরী হলে তবে যে জল পাওয়া যায় সেটাই ব্যবহার করা হোক।

[৩] তারা কাপড় খুলবে।

[৪] তোমরা আগে শিশুদের বাপ্তিস্ম দেবে [ক]। যারা নিজ নিজ থেকে উত্তর দিতে সক্ষম তারা সবাই উত্তর দিক। কিন্তু যারা অক্ষম তাদের হয়ে পিতামাতাগণ বা তাদের পরিবারের কোন একজন উত্তর দিন।

[৫] পরে তোমরা পুরুষদের ও অবশেষে স্ত্রীলোকদের বাপ্তিস্ম দেবে; স্ত্রীলোকেরা চুল খুলে দেবে ও সোনা বা রুপোর যত গয়না পরে রয়েছে তা খুলে দেবে। অন্য ধরনের যেকোন কিছু গায়ে রেখে কেউই জলে নামবে না।

[৬] বাপ্তিস্ম সম্পাদনের জন্য নিরূপিত সময়ে বিশপ তেলের উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করবেন ও তা একটা পাত্রে রাখবেন: এটা ধন্যবাদ-স্তুতির [এউখারিস্তীয়] তেল বলে।

[৭] বিশপ আরও তেল নেবেন ও সেটার উপরে অপশক্তি বিতাড়ন সূত্র উচ্চারণ করবেন; এটা অপশক্তি বিতাড়ন তেল বলে (খ)।

[৮] এক পরিসেবক সেই অপশক্তি বিতাড়ন তেল নিয়ে প্রবীণের বাঁ পাশে দাঁড়াবেন; অন্য এক পরিসেবক ধন্যবাদ-স্তুতির [এউখারিস্তীয়] তেল নিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড়াবেন।

[৯] যাদের বাপ্তিস্ম হওয়ার কথা, প্রবীণ তাদের এক একজনকে পাশে রেখে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতে আদেশ করবেন, *শয়তান, আমি তোমাকে ও তোমার সমস্ত আকর্ষণ ও সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করি* (গ)।

[১০] সে প্রত্যাখ্যান করার পর প্রবীণ এক একজনকে অপশক্তি বিতাড়ন তেল দিয়ে এ বলে লেপন করবেন, 'যেকোন অপদূত তোমা থেকে দূরে চলে যাক'।

[১১] তিনি তাকে সেইভাবে, সেই বস্ত্রহীন অবস্থায়, বিশপের হাতে, বা যে প্রবীণ জলের ধারে রয়েছেন তাঁর হাতে তুলে দেবেন যেন তিনি তাকে বাপ্তিস্ম দেন।

[১২] যাকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার কথা, একজন পরিসেবক তার সঙ্গে জলে নেমে যান। সে জলে নামলে বাপ্তিস্মদাতা তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে তুমি কি বিশ্বাস কর?'

[১৩] যাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে সে উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি'।

[১৪] এসময়ে তিনি তার মাথায় হাত রেখে তাকে প্রথমবার বাপ্তিস্ম দেবেন।

[১৫] পরে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, 'যিনি কুমারী মারীয়া থেকে পবিত্র আত্মার প্রভাবে জন্মগ্রহণ করলেন, পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন, তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, পিতার ডান পাশে আসীন আছেন, ও জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট যিশুতে তুমি কি বিশ্বাস কর?'

[১৬] যার বাপ্তিস্ম হয়েছে, সে যখন উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি', তখন তিনি তাকে দ্বিতীয়বার বাপ্তিস্ম দেবেন।

[১৭] তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'পবিত্র আত্মায়, পবিত্র মণ্ডলী (ঘ) ও মাংসের পুনরুত্থান তুমি কি বিশ্বাস কর?'

[১৮] যার বাপ্তিস্ম হয়েছে, সে উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি'। এবং এইভাবে তাকে তৃতীয়বার বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে।

[১৯] সে যখন জল থেকে উপরে আসবে, তখন, যে তেল পবিত্রিত হয়েছে, প্রবীণ এই বলে তাকে সেই তেলে লেপন করবেন, 'আমি যিশু খ্রিষ্টের নামে তোমাকে পবিত্র তেলে লেপন করছি'।

[২০] এইভাবে এক একজন নিজের গা শুকিয়ে নিয়ে পুনরায় কাপড় পরে গির্জায় প্রবেশ করবে।

[২১] বিশপ তাদের উপর হাত রেখে প্রভুর নাম করে বলবেন, 'হে ঈশ্বর প্রভু, তুমি যে এদের নবজন্মদানকারী প্রক্ষালন দ্বারা পাপক্ষমার যোগ্য করে তুলেছ, তাদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে যোগ্য করে তোল, ও তাদের উপর তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, তারা যেন তোমার ইচ্ছা অনুসারে তোমার সেবা করে; কারণ হে পিতা ও পুত্র, পবিত্র মণ্ডলীতে গৌরব তোমারই, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

[২২] পরে, তার মাথার উপরে পবিত্রিত তেল ঢালতে ঢালতে (ঙ) তার উপর হাত রেখে তিনি বলবেন, 'আমি তোমাকে সর্বশক্তিমান পিতা প্রভুতে, ও যিশু খ্রিষ্টে, ও পবিত্র আত্মায় পবিত্র তেলে লেপন করছি।'

[২৩] এবং তিনি তাকে কপালে [ক্রুশচিহ্নে] চিহ্নিত করবেন, তাকে [শান্তি] চুম্বন দেবেন, ও বলবেন, 'প্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন', ও সেই চিহ্নিতজন বলবে, 'তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুন'।

[২৪] তিনি প্রত্যেকজনকে নিয়ে এইভাবে ব্যবহার করবেন।

[২৫] তারপর, তারা ও গোটা জনগণ এবার সবাই মিলেই প্রার্থনা করবেন, কিন্তু শুধু এসব কিছু গ্রহণ করে নেবার পরেই তারা ভক্তদের সঙ্গে প্রার্থনা করবে।

[২৬] এবং প্রার্থনা করার পর তারা শান্তি-চুম্বন দেবে।

[২৭] এসময়ে পরিসেবকেরা বিশপের কাছে অর্ঘ্য আনবেন (চ)। তিনি খ্রিষ্টের দেহের প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে সেই রুটির উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি [এউখারিস্তিয়া] উচ্চারণ করবেন; পরে, তিনি মিশ্রিত সেই আঙুররসের উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি [এউখারিস্তিয়া] উচ্চারণ করবেন যা সেই রক্তের সাদৃশ্য যা সেই সকলের জন্য পাতিত হয়েছে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।

[২৮] তিনি মিশ্রিত দুধ ও মধুর উপরেও ধন্যবাদ-স্তুতি [এউখারিস্তিয়া] উচ্চারণ করবেন: এতে প্রকাশিত হয় আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি যা অনুসারে তাঁরা দুধ ও মধু-প্রবাহী একটা দেশ পাবেন অর্থাৎ সেই মাংস পাবেন যা খ্রিষ্ট নিজেই দান করলেন ও যা দ্বারা, শিশুদের মত, বিশ্বাসীগণ পুষ্ট হয় ও যা, বাণীর মাধুর্য দ্বারা, হৃদয়ের তিক্ততাকে মিষ্টতায় পরিণত করে;

[২৯] অবশেষে বিশপ শুদ্ধিকরণের চিহ্নরূপে অর্পিত জলের উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি [এউখারিস্তিয়া] উচ্চারণ করবেন, যাতে মানুষের অভ্যন্তরীণ অংশ সেই প্রাণও দেহের একই ফলাদি গ্রহণ করে নেয়।

[৩০] যারা এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে, বিশপ তাদের কাছে এসমস্ত কিছুর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।

[৩১] পরে তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে তার একটা টুকরো এক একজনের কাছে বিতরণ করে বলবেন, 'যিশু খ্রিষ্টে স্বর্গীয় রুটি';

[৩২] গ্রহীতা উত্তরে বলবে, 'আমেন'।

[৩৩] প্রবীণগণ সংখ্যায় যথেষ্ট না হলে তবে পরিসেবকেরাও পানপাত্রগুলো হাতে ধরে ভক্তিভরে এই অনুক্রম অনুসারে দাঁড়াবেন: প্রথম, তিনি, যাঁর হাতে জল আছে; দ্বিতীয়, তিনি, যাঁর হাতে দুধ আছে; শেষে, তিনি, যাঁর হাতে আঙুররস আছে।

[৩৪] গ্রহীতারা প্রতিটি পানপাত্র থেকে পান করবে: যিনি পাত্র উপস্থাপন করেন তিনি বলবেন, 'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে'। গ্রহীতা উত্তরে বলবে, 'আমেন',

[৩৫] 'এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্টে'; [গ্রহীতা উত্তরে বলবন, 'আমেন'];

[৩৬] 'পবিত্র আত্মায় ও পবিত্র মণ্ডলীতে'; গ্রহীতা উত্তরে পুনরায় বলবে, 'আমেন'।

[৩৭] এইভাবে এক একজনের জন্য করা হবে।

[৩৮] এসমস্ত কিছু শেষ হওয়ার পর এক একজন, মণ্ডলীর নিয়মবিধি আঁকড়িয়ে ধ'রে গৃহীত শিক্ষা বাস্তবায়নে, ও ভক্তিতে অগ্রসর হয়ে শুভকর্ম সাধন করতে, ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হতে ও ন্যায়সঙ্গত জীবন ধারণ করতে সচেষ্ট থাকবে।

[৩৯] তোমরা ইতিমধ্যে মাংসের পুনরুত্থান ও বাকি সবকিছু বিষয়ে শাস্ত্র অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পেয়েছ বিধায়ই আমরা পবিত্র বাপ্তিস্ম ও পবিত্র অর্ঘ্যের কথা তোমাদের কাছে সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্প্রদান করেছি।

[৪০] তথাপি, অন্য বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার হলে তবে, যারা এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করেছে, বিশপ নিজেই তাদের কাছে, গোপনীয়তা রক্ষা করে, সেসমস্ত বলে দেবেন। পৌত্তলিক যারা, তারা যেন এবিষয়ে অবগত না হয়; শুধু এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করার পরেই তারা অবগত হবে। এটাই সেই সাদা পাথরকুচি যা বিষয়ে যোহন বলেছিলেন, সেটার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে: এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে, পাথরকুচিটা যে গ্রহণ করবে (ছ)।

---

১৫ (ক) এই অধ্যায় এমন একটা বিভাগ (১৫-২১) শুরু করে যার স্বীয় একতা রয়েছে। পূর্ববর্তী সমস্ত অংশে, লেখক খ্রিষ্টমণ্ডলীর সংগঠন বর্ণনা করেছিলেন। এখন তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে একজন ব্যক্তি মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। এই অধ্যায়গুলিতে প্রার্থীদের প্রথম পদক্ষেপ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায় সেই এউখারিস্তিয়া পর্যন্ত সমস্ত দীক্ষা অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া রয়েছে।

(খ) তীত ২:৯ দ্রঃ।

১৬ (ক) 'যে কেউ ভাস্কর': এই অংশ জুড়ে পৌত্তলিকতার সাথে সম্পর্কিত পেশাগুলো আলোচনা করা হয়। শিক্ষকের প্রতি তীব্র আদেশ এই সত্য থেকে আসে যে তিনি পৌত্তলিক পুরাণের বিষয়ে শিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন।

(খ) 'খড়্গাবিদ' (লাতিন ভাষায় gladiator - গ্লাদিয়াতোর, ও গ্রীক ভাষায় μονομάχος - মনোমাখোস): সেসময় যে খড়্গাবিদরা লোকদের চিত্তবিনদোনের জন্য রঙ্গভূমিতে লড়াই করত, যেহেতু যারা প্রতিদ্বন্দ্বী খড়্গাবদিকে প্রাণে মারত তারাই জয়ী হত, সেজন্য, খ্রিষ্টিয়ান হবার জন্য তারা তেমন পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য ছিল।

১৮ (ক) 'শান্তি-চুম্বন' সাধু পলের পত্রেও উল্লিখিত, রো ১৬:১৬; ১ করি ১৬:২০; ২ করি ১৩:১২; ১ থে ৫:২৬ দ্রঃ।

২০ (ক) 'মনোনীত': রোমীয় রীতিতে, যারা অবিলম্বে বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাদের electi তথা 'মনোনীত' বলা হত।

(খ) 'সেই বিদেশী' অর্থাৎ 'দিয়াবল', 'অপদূত' বা 'অনুপযোগী ব্যক্তি'।

(গ) বিশপ তাদের 'মুখমণ্ডলের দিকে ফুঁ দেবেন' ইত্যাদি। এখানে প্রাচীন রোমীয় রীতির বাপ্তিস্মের অনুরূপ একটা ব্যবস্থা দেখা যেতে পারে: ফুঁ দেওয়া এবং ক্রুশচিহ্ন দিয়ে কপাল, কান ও নাক চিহ্নিত করা; তবু একথা লক্ষণীয় যে, প্রাচীন রোমীয় রীতিতে কপালের কথা উল্লিখিত নয়, বরং মার্ক ৭:৩৩ অনুসারে লালা ব্যবহৃত হয়।

২১ (ক) 'তোমরা আগে শিশুদের বাপ্তিস্ম দেবে': এতে প্রমাণিত হয় যে, সেই কালে ও সেই স্থানে শিশুদেরও বাপ্তিস্ম দেওয়া হত। বাস্তবিকই, অন্য অঞ্চলে কেবল বয়প্রাপ্তদেরই বাপ্তিস্ম দেওয়া হত।

(খ) পশ্চিমা মণ্ডলীগুলোতে এইখানে, প্রথমবারের মত, দু'টো তেলের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই, একটা বাপ্তিস্মের আগের ও অন্যটা বাপ্তিস্মের পরের লেপনের জন্য। প্রাচ্যে যা খুব প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত, সেই প্রথম তৈললেপন সম্পর্কে সমমাময়িক তের্তুল্লিয়ানুস কিছু জানেন না।

(গ) 'প্রৈরিতিক পরম্পরার' একটা পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে, প্রার্থী প্রত্যাখ্যানের জন্য পশ্চিম দিকে ও বিশ্বাস-স্বীকারের জন্য পূর্ব দিকে ফিরবে।

(ঘ) 'পবিত্র আত্মায়, পবিত্র মণ্ডলী ও মাংসের পুনরুত্থান তুমি কি বিশ্বাস কর?': সম্ভবত 'মাংসের পুনরুত্থান' সূত্রটা ছিল না; তাছাড়া, 'পবিত্র আত্মায়, পবিত্র মণ্ডলী' সূত্রটার অর্থও সম্ভবত হল, 'পবিত্র মণ্ডলীতে [বিরাজমান] পবিত্র আত্মায় তুমি কি বিশ্বাস কর?'

(ঙ) 'তার মাথার উপরে পবিত্রিত তেল ঢালতে ঢালতে …': বাপ্তিস্মের পরপরই প্রবীণ যে তৈললেপন সম্পাদন করেছিলেন, এখানে বিশপের সম্পাদিত এই তৈললেপন সেটার সিদ্ধি ঘটায়।

(চ) 'পরিসেবকেরা বিশপের কাছে অর্ঘ্য আনবেন': দীক্ষার শেষ পর্যায় হল এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠান। বাপ্তিস্মকালীন এউখারিস্তিয়ার সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, লেখক এখানে কেবল তাই উল্লেখ করেন, কারণ পুরো এউখারিস্তীয় প্রার্থনাটা তিনি বিশপ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (৪ অধ্যায় দ্রঃ) দিয়ে গেছেন।

(ছ) প্রকাশ ২:১৭ দ্রঃ।

তৃতীয় অংশ

- মণ্ডলীর রীতিনীতি -

(২২-৪৩ অধ্যায়)

এই তৃতীয় অংশ প্রথম দু'টো অংশের মত একই রকম মিল রাখে না।

এখানে কেবল এটা লক্ষ করা হবে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক অধ্যায় সমবেত ভোজ সংক্রান্ত। এগুলো প্রেম-ভোজ ধরনেরই ভোজ: ধর্মীয় দিক উপস্থিত থাকলেও তবু এউখারিস্তিয়া থেকে এ প্রেম-ভোজগুলো স্পষ্টভাবেই আলাদা। উপাসনা-সমাবেশগুলো বিষয়ে এটা বলা যেতে পারে যে, এগুলো দৈনিক সমাবেশ বলে মনে হয় না, অন্তত সমগ্র ভক্তজনদের জন্য নয়।

৩০ অধ্যায়ে যে ব্যবস্থাটা ধরে নেওয়া হয়েছে তা কাল-বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে—প্রবীণ ও পরিসেবকদের প্রতিদিন বিশপের নির্ধারিত স্থানে মিলিত হতে হবে। কিন্তু এ সম্মেলনের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুও তত স্পষ্ট নয়।

তাছাড়া সমস্ত ভক্তজনদের জন্য দিন ও রাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় সহ প্রার্থনার একটা পদ্ধতি প্রস্তাব করা রয়েছে। 'প্রৈরিতিক পরম্পরার' ব্যাখ্যাতাগণ এক্ষেত্রে মনে করেন, প্রস্তাবিত এই কর্মসূচি, শুরুতে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভক্তজনদের লক্ষ করত না, কেবল পদশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদেরই লক্ষ করত। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৪র্থ শতাব্দী থেকে, এই প্রার্থনা-পদ্ধতি সন্ন্যাসীরা ও পদশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিত্বগণই পালন করতেন। এবং কালক্রমে তা মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হয়ে ওঠে।

এই তৃতীয় অংশটা পুস্তকের সাধারণ উপসংহারের মাধ্যমে শেষ হয়। লেখক ভূমিকায় ইতিমধ্যেই উল্লিখিত বিষয়গুলিতে ফিরে যান এবং তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেন, তথা, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক পরম্পরা মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

২২। কমুনিয়ন বিষয়

[১] রবিবার দিনে বিশপ, পারলে, নিজের হাতেই গোটা জনগণের মধ্যে কমুনিয়ন বিতরণ করবেন; ইতিমধ্যে পরিসেবকেরা রুটি টুকরো টুকরো করবেন।

[২] প্রবীণেরাও রুটিটা টুকরো করবেন। যখন পরিসেবক প্রবীণকে রুটি দেবেন, তখন একটা থালাতে করেই তা দেবেন, এবং প্রবীণ রুটিটা নিয়ে নিজের হাতে জনগণের মধ্যে বিতরণ করবেন।

[৩] অন্যান্য দিনগুলোতে কমুনিয়ন বিশপের নির্দেশনা অনুসারেই বিতরণ করা হবে।

২৩। উপবাস বিষয়

[১] বিধবা নারী ও চিরকুমারীরা প্রায়ই উপবাস পালন করবে ও মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করবে। প্রবীণগণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে উপবাস পালন করবেন; পদশ্রেণিভুক্ত নয় যারা তারাও সেইমত করবে।

[২] বিশপ উপবাস পালন করতে পারেন না; তখনই মাত্র উপবাস করবেন যখন গোটা জনগণ উপবাস পালন করবে।

[৩] এমনটা হতে পারে, একজন এমন অর্ঘ্য আনতে ইচ্ছা করে যা বিশপ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাই যখন তিনি রুটি টুকরো টুকরো করেন, তখন সবসময়ই তা আস্বাদ করবেন।

২৪। পীড়িতদের কাছে অর্ঘ্য আনয়ন বিষয়

[৪] প্রয়োজনের সময়ে, প্রবীণের অবর্তমানে পরিসেবকই তৎপরতার সঙ্গে পীড়িতদের ইঙ্গিত দেবেন (ক); যা প্রয়োজন তা সবই দেওয়ার পর ও যা বিতরণ করা হয়েছে তা গ্রহণ করে নেওয়ার পর তিনি ধন্যবাদ-স্তুতি জানাবেন। সেইখানে তাঁরা তা গ্রহণ করে নেবেন।

[৫] যাঁরা অর্ঘ্যগুলো গ্রহণ করেন, তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হবেন। যে কেউ এমন কিছু পান যা একটি বিধবা নারীর কাছে বা পীড়িত একজনের কাছে বা

মণ্ডলীর সেবায় নিয়োজিত একজনের কাছে আনবার কথা, তিনি সেই একই দিনেই তা পৌঁছিয়ে দেবেন।

[৬] অন্যথা, নিজস্ব কিছুটা যোগ করে তিনি পর দিনেই তা পৌঁছিয়ে দেবেন, কারণ তাঁর কাছে গরিবদের রুটি থেকে গেছে।

২৫। ভ্রাতৃভোজে প্রদীপ আনয়ন (ক)

[১] বিশপের উপস্থিতিতে, সন্ধ্যা হলে, পরিসেবক প্রদীপটা আনবেন ও উপস্থিত ভক্তদের মাঝখানে পায়ে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাবেন।

[২] সর্বপ্রথমে বিশপ এই বলে সম্ভাষণ করবেন, 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন'; জনগণ উত্তরে বলবে, 'তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুন'। 'এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি'। জনগণ, 'তা সঙ্গত ও ন্যায্য: মহিমা, উত্তোলন ও গৌরব তাঁরই দেয়'। তিনি 'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর' বলবেন না, কারণ এ সূত্র অর্ঘ্যের ক্ষণেই উচ্চারিত হয়; তিনি বরং বলবেন,

[৩] 'হে প্রভু, যাঁর দ্বারা তুমি আমাদের কাছে অক্ষয়শীল আলো প্রকাশ করায় আমাদের আলোকিত করেছ, আমরা তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমরা পুরা একটা দিন উদ্‌যাপন করে রাতের সূচনায় এসে পৌঁছেছি: তাতে আমরা দিনের সেই আলো ভোগ করেছি যা তুমি আমাদের তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করেছ, ও তোমার অনুগ্রহ গুণে এখনও আমরা সন্ধ্যার আলোর অভাবী হচ্ছি না। তাই আমরা তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে, গৌরব, প্রতাপ ও গৌরব তোমারই, এখন, সতত ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।'

[৪] এবং তারা সবাই বলবে, 'আমেন'।

[৫] ভোজনের পরে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবে: শিশুরা সামগান পরিবেশন করবে, চিরকুমারীও সেইমত করবে।

[৬] এসময় পরিসেবক অর্ঘ্যের মেশানো পানপাত্রটা হাতে নিয়ে আল্লেলুইয়া বিশিষ্ট সামসঙ্গীতগুলো থেকে একটা সামসঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

[৭] পরে, প্রবীণ আদেশ দিলে, তিনি সেই ধরনের আর ক'টা সামসঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

[৮] বিশপ পানপাত্র অর্পণ করার পর তিনি সামসঙ্গীতগুলোর মধ্য থেকে পানপাত্র সংক্রান্ত ও আল্লেলুইয়া বিশিষ্ট একটা সামসঙ্গীত পরিবেশন করবেন; ইতিমধ্যে সবাই বলবেন, 'আল্লেলুইয়া'।

[৯] সামসঙ্গীতগুলো পরিবেশনের সময়ে সবাই বলবে, 'আল্লেলুইয়া', অর্থাৎ, 'এসো, ঈশ্বর যিনি তাঁর প্রশংসা করি: যিনি শুধু নিজের বাণী দ্বারাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই গৌরব ও প্রশংসা হোক'।

[১০] সামসঙ্গীতের পরে তিনি পানপাত্র সংক্রান্ত ধন্য-স্তুতিবাদ উচ্চারণ করবেন ও সকল ভক্তদের মধ্যে রুটির টুকরোগুলো বিতরণ করবেন।

২৬। সাধারণ ভোজ বিষয়

[১] যে ভক্তজনেরা সাধারণ ভোজে অংশ নেয়, তারা নিজেদের রুটি টুকরো করার আগে বিশপের হাত থেকে রুটির একটা টুকরো গ্রহণ করে নেবে, কারণ এটা এউলোগিয়া [ধন্য-স্তুতিবাদ] মাত্র, এটা সেই এউখারিস্তিয়া (ক) নয় যা প্রভুর দেহ স্বরূপ।

[২] এটাই সমীচীন যে, পান করার আগে সবাই পানপাত্র হাতে নেবে ও সেটার উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাবে; পরে তারা শুচিতায় পান করবে ও খাবে।

[৩] দীক্ষাপ্রার্থীদের কাছে অপশক্তি বিতাড়ন রুটি দেওয়া হবে ও এক একজন একটা করে পানপাত্র অর্পণ করবে।

২৭। দীক্ষাপ্রার্থীদের পক্ষে ভক্তদের সঙ্গে খাওয়া উচিত নয়, সে বিষয়

[৪] দীক্ষাপ্রার্থী প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করবে না।

[৫] ভোজের সময়ে যে খায়, সে তারই কথা স্মরণ করবে যে তাকে নিমন্ত্রণ করেছে; কেননা ঠিক এই কারণেই সে তাকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করেছে।

২৮। শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রেখে ভোজন করা উচিত, সে বিষয়

[৬] তোমরা যখন খাও ও পান কর, তখন মিতাচারিতা বজায় রেখেই তা কর, মাতলামি পর্যন্ত নয়; নিজেদের উপহাসের বস্তু করা, ও তোমাদের যে নিমন্ত্রণ করেছে তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা তাকে কষ্ট দেওয়া পরিহার কর, বরং এমনভাবে ব্যবহার কর যাতে সে প্রার্থনা করে যেন সে নিজের ঘরে পবিত্রজনদের প্রবেশের যোগ্য হতে পারে। কেননা লেখা আছে, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ' (খ)।

[৭] যখন সবার কাছে সাধারণ ভোজ অর্পণ করা হয় (যা গ্রীক ভাষায় 'আপোফোরেতোন' বলে), তখন তোমরা তা থেকে গ্রহণ করে নাও;

[৮] সবাই যেন তা আস্বাদ করতে পারে ভোজটা যথেষ্ট হলে তবে তোমরা এমনভাবে আস্বাদ কর যেন অবশিষ্ট কিছু থাকে, ও তোমাদের যে নিমন্ত্রণ করেছে সে যেন সেই বাকিটুকু পবিত্রজনদের অবশিষ্টাংশ বলে যাকে খুশি তাদের পাঠাতে পারে ও তেমন ভরসায় আনন্দ পায়।

[৯] ভোজ চলাকালে, নিমন্ত্রিতেরা তর্কাতর্কি এড়িয়ে নীরবে খাবে; বরং বিশপ যা বিষয়ে অনুমতি দেন তারা সেবিষয়ে কথা বলবে, অথবা বিশপের প্রশ্নের উত্তর দেবে। যখন বিশপ কথা বলেন, তখন সবাই সম্মতি জানিয়ে নীরব থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে কোন প্রশ্ন রাখা হয়।

[১০] যখন ভক্তজনেরা বিশপের নয় কিন্তু প্রবীণের বা পরিসেবকের উপস্থিতিতে ভোজ করে, তখন একই মিতাচারিতা বজায় রেখে খাওয়া-দাওয়া করবে। এক একজন প্রবীণের বা পরিসেবকের হাত থেকে আশীর্বাদ পাবার জন্য তৎপর হবে। দীক্ষাপ্রার্থী ঠিক এইভাবে অপশক্তি-বিতাড়ন-করা রুটি গ্রহণ করবে।

[১১] শুধুমাত্র পদশ্রেণিভুক্ত নয় এমন লোকেরা সম্মিলিত হলে তারা শৃঙ্খলা অনুসারে ব্যবহার করবে: কেননা পদশ্রেণিভুক্ত নয় যে মানুষ, সে ধন্য-স্তুতিবাদ উচ্চারণ করতে পারে না।

২৯। ধন্যবাদ-স্তুতি সহ ভোজ, সে বিষয়

[১২] এক একজন প্রভুর নামে খাদ্য গ্রহণ করবে: কেননা ঈশ্বর তখনই প্রীত যখন আমরা আমাদের মিলন ও সংযমের জন্য পৌত্তলিকদেরও কাছে আদর্শবান হই।

৩০। বিধবা নারীদের ভোজ বিষয়

[১] যখন একজন লোক পরিপক্ব বয়সী বিধবা নারীদের নিমন্ত্রণ করে, তখন সে সন্ধ্যার আগেই তাদের বিদায় দেবে।

[২] কিন্তু যে কেউ মণ্ডলীগত দায়িত্ব-প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের নিমন্ত্রণ করতে পারে না, সে তাদের খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার পর তাদের বিদায় দেবে। পরে সেই বিধবারা যে যার ঘরে খুশি-স্বচ্ছন্দে খাওয়া-দাওয়া করবে।

৩১। বিশপকে দেয় ফল বিষয়

[১] সবাই সংগ্রহ করা প্রথমফল বিশপকে দেবার জন্য আগ্রহী হবে। তিনি উৎসর্গকালে সেগুলোর উপরে ধন্য-স্তুতিবাদ [এউলোগিয়া] উচ্চারণ করবেন ও দাতার নাম এই বলে উচ্চারণ করবেন:

[২] 'হে ঈশ্বর, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ [এউখারিস্তিয়া] জানাই, ও সংগ্রহ করার জন্য যে প্রথমফল তুমি আমাদের দিয়েছ ও নিজের বাণীতে পরিপক্ব করেছ, আমরা তা তোমার কাছে উৎসর্গ করি; কেননা তুমিই তো ভূমিকে আজ্ঞা করেছ তা যেন মানুষদের ও পশুদের আনন্দ ও খাদ্যের জন্য সবরকম ফল উৎপাদন করে।

[৩] হে ঈশ্বর, এসব কিছুর জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি; আমাদের জন্য গোটা সৃষ্টিকে নানা ফলাদিতে অলঙ্কৃত ক'রে তুমি যে সমস্ত উপকার আমাদের মঞ্জুর করেছ, আমরা তার জন্যও তোমার প্রশংসা করি, তোমার দাস আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা গৌরব তোমারই, যুগে যুগান্তরে। আমেন।'

৩২। ফলাদি উপর ধন্য-স্তুতিবাদ [এউলোগিয়া] বিষয়

[৪] নানা ফলাদির মধ্যে আঙুরফল, ডুমুর, ডালিম, জলপাই, নাশপাতি, আপেল, তুঁত, পীচফল, চেরি, বাদাম, বরইয়ের উপরে ধন্য-স্তুতিবাদ উচ্চারণ করা হবে; কিন্তু তরমুজ, বাঙ্গি, শসা, পিঁয়াজ, রসুন বা অন্য যেকোন শাকের উপরে ধন্য-স্তুতিবাদ উচ্চারণ করা হবে না। সময় সময় ফুলও অর্পণ করা হয়: কিন্তু গোলাপ ও লিলিফুল ছাড়া অন্য কোন ফুল অর্পণ করা যাবে না। যা কিছু নেওয়া হয়, তা তাঁর গৌরবার্থে গ্রহণ করে পবিত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ [এউখারিস্তিয়া] জানানো হবে।

৩৩। পাস্কা-উপবাস বিষয়

[১] অর্ঘ্য নিবেদনের আগে পাস্কাপর্বে কেউই কোনও খাদ্য নেবে না, অন্যথা উপবাস বৈধ নয়।

[২] কিন্তু যে গর্ভবতী নারী বা যে পীড়িত মানুষ দু'দিন ধরে উপবাস করতে অক্ষম, সে প্রয়োজনীয়তার জোরে রুটি ও জল নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে শনিবারে উপবাস করবে।

[৩] যে কেউ নৌযাত্রা করছে বা বিশিষ্ট অন্য অবস্থা-পরিস্থিতিতে রয়েছে, সে যদি পাস্কার তারিখ বিষয়ে অজ্ঞ, তাহলে সে যখন তারিখ বিষয়ে অবগত হবে তখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরেই উপবাস পালন করবে।

[৪] কেননা যে পাস্কা আমরা পালন করি, তা তো পূর্বচ্ছবি নয়: বাস্তবিকই পূর্বচ্ছবিটা ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়েছে যেহেতু তা দ্বিতীয় মাসেই শেষ হয় (ক)। এজন্য যখন সত্য বিষয়ে অবগত আছি, তখনই উপবাস পালন করা হোক।

৩৪। বিশপের প্রতি পরিসেবকের ব্যবহার বিষয়

পরিসেবকেরা ও উপপরিসেবকেরা বিশপের সেবায় তৎপর হবেন ও তাঁকে পীড়িতদের কথা জানাবেন যেন তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দেখতে যান। পীড়িত মানুষ যখন জানে, সে প্রধান যাজকের স্মৃতির পাত্র হয়েছে, তখন তার সান্ত্বনা মহৎ।

৩৫। প্রার্থনা বিষয়

[১] ওঠা মাত্র ও হাত-মুখ ধুয়ে ভক্তজনেরা কাজে হাত দেবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তারপরেই কাজে হাত দেবে।

[২] বাণী সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা থাকলে, তবে ভক্তজন নিজের আত্মার সান্ত্বনার খাতিরে ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সেই ধর্মশিক্ষায় যোগ দিতে আগ্রহী হোক। আত্মা যেখানে ফলপ্রসূ, সে সেখানে, সেই জনসমাবেশেই, যোগ দেবার জন্য তৎপর হোক।

৩৬। এউখারিস্তিয়াই প্রধান, সে বিষয় (ক)

[১] প্রতিটি ভক্তজন খাদ্য স্পর্শ করার আগেই এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করার জন্য তৎপর হবে। সে তা বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করলে তাকে মারাত্মক কিছু দিলেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

৩৭। এউখারিস্তিয়া সংরক্ষণ বিষয়

[২] সবাই সতর্ক থাকবে যেন কোন অবিশ্বাসী বা ইঁদুর বা অন্য পশু এউখারিস্তিয়ার কোন কিছু ভোগ না করে; এতে সবাই সতর্ক থাকবে, পাছে এউখারিস্তিয়ার কোন অংশ মাটিতে পড়ে বা হারিয়ে যায়। কেননা খ্রিষ্টের দেহ বিশ্বাসীদেরই খাদ্য হওয়া উচিত; তা অবজ্ঞার বস্তু হওয়ার নয়।

৩৮। পানপাত্র থেকে কিছুই মাটিতে পড়া বিষয়

[৩] ধন্য-স্তুতিবাদ উচ্চারণে, তুমি সেই পানপাত্র ঈশ্বরের নামে খ্রিষ্টের রক্তের প্রতীক বলেই গ্রহণ করেছ:

[৪] তাই তা থেকে একটা বিন্দুও পড়তে দিয়ো না, ও সতর্ক থাক যেন কোন অপদূত তা চেটে না খায়, কেননা তা এমন, যা কেমন যেন তুমি নিজেই তা অবজ্ঞা কর। হ্যাঁ, তুমি নিজেই সেই রক্তের দায়ী হবে, কারণ যে মূল্যে তোমাকে কেনা হয়েছে, তুমি সেই মুক্তিমূল্য অবজ্ঞা করেছ।

৩৯। পরিসেবক ও প্রবীণ বিষয়

[১] পরিসেবকেরা ও প্রবীণেরা প্রতিদিন বিশপের নির্ধারিত স্থানে সমবেত হবেন। পরিসেবকেরা অসুস্থ না হলে তবে প্রতিদিন সেই সমবেত হওয়াটা অবহেলা করবেন না।

[২] তাঁরা সমবেত হবেন, গির্জায় যারা রয়েছে তাদের ধর্মশিক্ষা দেবেন, প্রার্থনা করবেন ও পরে এক একজন যে যার কাজে এগিয়ে যাবেন।

৪০। কবরস্থান বিষয়

[১] কবরস্থানে মানুষকে সমাহিত করার জন্য যেন ভারী দাম দাবি করা না হয়, কেননা তেমন ব্যবস্থা সকল গরিবদের পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া চাই। তথাপি, যে কবর খোঁড়ে, সেই কর্মীকে দেয় মজুরি দেওয়া হবে, ইটের মূল্যও পরিশোধ করা চাই।

[২] যারা কবরস্থান যত্ন করে ও সেখানে বাস করে, বিশপ তাদের জীবিকা যুগিয়ে দেবেন, যারা এস্থানে যায়, শ্রমিকেরা যেন তাদের জন্য বোঝা না হয়।

৪১। প্রার্থনাকাল বিষয়

[১] পুরুষ ও নারী সকল ভক্তজন সকালে ওঠামাত্র কোন কিছু করার আগে হাত ধোবে ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে; পরে যে যার কাজে যাবে।

[২] তথাপি, বাণী সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা থাকলে তবে ভক্তজন মনে মনে একথা ভেবে যে, ধর্মশিক্ষা প্রদানকারীর মুখ দিয়ে সে স্বয়ং ঈশ্বরকে শুনছে, সে তাতে যোগ দিতে আগ্রহী হোক। কেননা যে কেউ গির্জায় প্রার্থনা করে, সে সেই দিনের অনর্থ এড়াতে সক্ষম হবে। যে কেউ ঈশ্বরভীরু, সে এটা বিবেচনা করুক যে, যেখানে ধর্মশিক্ষা চলছে সেখানে না যাওয়াই মহৎ ক্ষতি, বিশেষভাবে সে যদি পড়তে পারে বা যদি শিক্ষাগুরু উপস্থিত।

[৩] যে গির্জায় ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হবে, কেউই যেন সেখানে দেরিতে না গিয়ে পৌঁছয়। তবেই বক্তা প্রত্যেকজনের জন্য যা উপকারী তা বলতে পারবেন, ও তুমি এমন কিছু শুনতে পাবে যা তুমি নিজে কখনও ভাবনি ও পবিত্র আত্মা শিক্ষাদাতার মধ্য দিয়ে তোমাকে যা দান করবেন, তা দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। এইভাবে, তুমি যা শোন,

সেবিষয়ে তোমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। ঘরে তোমার যা করণীয়, তাও তোমাকে বলা হবে; এজন্য আত্মা যেখানে ফলপ্রসূ, সেখানে, প্রত্যেকে সেই জনসমাবেশেই যোগ দেবার জন্য তৎপর হোক।

[৪] যে যে দিনে ধর্মশিক্ষা অনুষ্ঠিত নয়, সেই দিনে প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে উপকারী পুস্তক হাতে নিয়ে এমন কিছু পাঠ করুক যা তার উপকারিতার জন্য যথেষ্ট হবে।

[৫] তুমি ঘরে থাকলে তবে তৃতীয় ঘটিকায় [সকাল ন'টায়] [ক] প্রার্থনা কর ও ঈশ্বরের প্রশংসা কর; অন্যত্র থাকলে তবে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

[৬] কেননা ঠিক সেই ঘটিকায় দেখা গিয়েছিল, খ্রিষ্টকে ক্রুশকাষ্ঠে বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এজন্য পুরাতন নিয়মে বিধান এমনটা নির্দেশ করত যেন সবসময়, সেই ক্ষণে, খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তের পূর্বচ্ছবি হিসাবে ভোগ-রুটি অর্পণ করা হয় ও সেই যুক্তিক্ষমতাহীন মেষশাবককে বলি দেওয়া হয় যা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মেষশাবকের পূর্বচ্ছবি। কেননা খ্রিষ্ট হলেন পালক, তিনি আবার হলেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি।

[৭] সেই অনুসারে তুমি ষষ্ঠ ঘটিকায় [দুপুর বারোটায়] প্রার্থনা কর, কারণ যখন খ্রিষ্টকে ক্রুশকাষ্ঠে বিঁধিয়ে দেওয়া হল, তখন দিনটা বিচ্ছিন্ন হল ও মহা অন্ধকার বিরাজ করল। তাই সেই ঘটিকায় প্রবল প্রার্থনা করা হোক তাঁরই কণ্ঠের অনুকরণে যিনি প্রার্থনা করেছিলেন ও অবিশ্বাসী ইহুদীদের কারণে গোটা সৃষ্টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিলেন

[৮] নবম ঘটিকায় [বিকেল তিনটে] দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হোক ও তাঁর প্রশংসা করা হোক ধার্মিকদের সেই প্রাণের অনুকরণে [খ] যা সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করে যিনি সত্যস্বরূপ ও নিজের পবিত্রজনদের কথা স্মরণ করেছেন ও তাদের আলোকিত করার জন্য নিজের বাণীকে প্রেরণ করেছেন।

[৯] সেই ঘটিকায় পাশে বিঁধিয়ে দেওয়া খ্রিষ্ট জল ও রক্ত প্রবাহিত করেছিলেন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের বাকি কাল উদ্ভাসিত করেছিলেন। এইভাবে যখন তিনি নিজের নিদ্রার শুরুতে অন্য এক দিনের সূচনা করেছিলেন, তখন পুনরুত্থানের পূর্বচ্ছবি পূরণ করলেন।

[১০] তুমি শয্যায় যাবার আগেও প্রার্থনা কর। মাঝরাতের দিকে ওঠ, জল দিয়ে হাত ধোও ও প্রার্থনা কর। তোমার স্ত্রীও উপস্থিত থাকলে তবে দু'জনে মিলে প্রার্থনা কর;

[১১] কিন্তু সে এখনও বিশ্বাসী না হলে তবে তুমি অন্য কক্ষে গিয়ে প্রার্থনা কর ও পরে তোমার শয্যায়ে ফিরে এসো। প্রার্থনা করায় অলস হবে না।

[১২] যে কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, সে অশুচী নয়। যারা ধৌত তাদের পক্ষে পুনরায় স্নান করার কোন দরকার হয় না কেননা তারা শুচী।

[১৩] তুমি যদি লালা-ভিজা হাত দিয়ে ক্রুশচিহ্ন কর তাহলে তোমার গোটা দেহ পা পর্যন্ত শুচীকৃত হয়। কেননা বিশ্বাসী হৃদয় থেকে জলের উৎস থেকেই যেন আগত দানস্বরূপ সেই আত্মা ও বাপ্তিস্ম-জল বিশ্বাসীকে পবিত্রিত করে।

[১৪] তাই এজন্যই এই ঘটিকায় প্রার্থনা করা প্রয়োজন: বাস্তবিকই, যারা আমাদের পূর্বপুরুষ ও যাঁদের কাছ থেকে এ পরম্পরা আগত, তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন, প্রতিটি প্রাণী এই ঘটিকায় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এক মুহূর্তের মত থামে; তারকারাজি, গাছপালা ও জলরাশি এক মুহূর্তের মত দাঁড়ায় ও সমস্ত দূত-বাহিনী ধার্মিকদের প্রাণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের সেবা ও প্রশংসা করে।

[১৫] এজন্য এই ঘটিকায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করায় তৎপর হওয়া বিশ্বাসীদের কর্তব্য। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে প্রভু বলেন, '*মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ওঠ!*' এবং তিনি বলে চলেন, '*সুতরাং জেগে থাক, কেননা তিনি যে ক্ষণে আসবেন, তা তোমরা জান না*' [গ]।

[১৬] তুমি মোরগের ডাকে ওঠ ও উপরে যা বলা হয়েছে ঠিক তাই কর: কেননা সেই ঘটিকায়, সেই মোরগ ডাকতে ডাকতে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই খ্রিষ্টকে অস্বীকার করেছিল যাঁকে আমরা অনন্ত আলোতে ও মৃতদের পুনরুত্থানে প্রত্যাশা রেখে ও সেদিনের প্রতীক্ষায় থেকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি।

[১৭] তাই, হে ভক্তজন সবাই, এসমস্ত কিছু সম্পাদন ক'রে ও এসমস্ত কিছুর স্মৃতি রক্ষা ক'রে, একে অন্যকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ও দীক্ষাপ্রার্থীদের আদর্শ বলে দাঁড়িয়ে তোমরা

প্রলোভনে পড়তে ও বিনষ্ট হতে পারবে না, কেননা তোমরা সবসময় হবে খ্রিষ্টের স্মৃতির অধিকারী।

৪২। ক্রুশের চিহ্ন

[১] প্রলোভনের সময়ে ভক্তিভরে কপাল [ক্রুশচিহ্নে] চিহ্নিত কর[ক]। কেননা এটা হল যন্ত্রণাভোগের এমন চিহ্ন যা তুমি তা বিশ্বাস সহকারে করলে তবে দিয়াবলের বিরুদ্ধে জানা ও পরীক্ষাসিদ্ধ উপায়; অর্থাৎ, লোকে যেন তোমাকে দেখে এজন্য নয়, কিন্তু প্রজ্ঞা সহকারে চিহ্নটা ঢালের মত দাঁড় করালেই চিহ্নটা প্রবল।

[২] কেননা যে মানুষ বাইরে খ্রিষ্টের সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য প্রকাশ করে, তার মনের বল দেখে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মানুষ দ্বারা নয় কিন্তু তার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে তা দ্বারাই অভিভূত হয়ে দূরে পলায়।

[৩] যখন মোশি দরজাগুলোর কপালিতে ও দুই বাজুতে বলীকৃত পাস্কা-মেষশাবকের রক্তে লেপে দিচ্ছিলেন, তখন ঠিক এটাই বোঝাচ্ছিলেন; তথা, তিনি সেই বিশ্বাসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন যা আমরা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মেষশাবকে স্থাপন করে আছি।

[৪] সত্যি, যে আমাদের নির্মূলে বিনাশ করতে সচেষ্ট, কপাল ও চোখ দু'টো চিহ্নিত করায় আমরা তাকে দূর করে দিই।

৪৩। উপসংহার

[১] এসমস্ত কিছু কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস সহকারে গৃহীত হলে তবে তা অনুগ্রহপূর্বক মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে ও বিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত জীবন মঞ্জুর করে।

[২] আমি সকল প্রজ্ঞাবানদের কাছে তা রক্ষা করার পরামর্শ অর্পণ করি, কেননা, যে কেউ প্রৈরিতিক পরম্পরা পালন করে, কোন ভ্রান্তমতপন্থী ও অন্য কোন মানুষ তাকে ভ্রান্তিতে চালিত করায় সফল হবে না।

[৩] বাস্তবিকই যত ভ্রান্তমত এজন্যই বহুবৃদ্ধি পেল, কারণ গণপতিরা প্রেরিতদূতদের শিক্ষা বিষয়ে নিজেদের প্রশিক্ষিত হতে ইচ্ছা করেন না বরং যা সমীচীন তা নয় কিন্তু নিজ নিজ কামনা অনুসরণ করায় যা ইচ্ছে তাই করেন।

[৪] প্রিয়জনেরা, আমরা যদি কিছু অবহেলা করে থাকি, তাহলে যারা যোগ্য ঈশ্বর তাদের কাছে তা প্রকাশ করবেন, কেননা তিনি মণ্ডলীকে চালনা করেন যাতে মণ্ডলী শান্তির বন্দরে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

---

২৪ (ক) পুরা অধ্যায় অস্পষ্ট। পীড়িতরা উল্লিখিত বটে, কিন্তু তাদের যে কেমন ইঙ্গিত দিতে হয় তা বলা হয় না। একই প্রকারে, 'সেইখানে তাঁরা তা গ্রহণ করে নেবেন' : এ শেষ উক্তিতে উল্লিখিত সেই 'তাঁরা' কারা? ও কীবা গ্রহণ করে নেবেন?

২৫ (ক) এখানে যে প্রদীপ অনুষ্ঠান বর্ণনা করা হয়, তা পরবর্তীকালে, সান্ধ্য প্রার্থনার সময়ে, প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত (সাধু বাসিল দ্রঃ)। অনুষ্ঠানটা 'লুকের্নারিয়া' (অর্থাৎ বাতি প্রজ্বলন) নামে পরিচিত হয়ে আজকালেও সান্ধ্য প্রার্থনার সময়ে প্রচলিত।

২৬ (ক) 'এটা এউলোগিয়া মাত্র, এটা সেই এউখারিস্তিয়া নয়…' : εὐλογία (এউলোগিয়া) ও εὐχαριστία (এউখারিস্তিয়া) শব্দ দু'টো আলাদা অর্থ বহন করে: এউলোগিয়া শব্দের অর্থ হল 'ধন্য-স্তুতিবাদ' (যাকোব ৩:১০ দ্রঃ) এবং এউখারিস্তিয়া শব্দের অর্থ হল 'ধন্যবাদ-স্তুতি' (মথি ১৬:৩৬; ২৬:২৭ ইত্যাদি)। এউখারিস্তিয়া শব্দটা মিসাকেও নির্দেশ করে; বাস্তবিকই লেখক নিজে বলে চলেন, এউখারিস্তিয়া হল 'প্রভুর দেহ স্বরূপ'। 'প্রভুর দেহ স্বরূপ' বলতে কী বোঝায় তা বোঝার জন্য ২১ অধ্যায়ের সেই কথা মনে করতে হয় যেখানে 'এউখারিস্তীয় রুটিকে খ্রিষ্টের দেহের প্রতীক-চিহ্ন' বলা হয়। এই পরিভাষা কোনও ভাবেই এউখারিস্তীয় বাস্তবতা বাদ দেয় না। ধারণাটা আবার ৪র্থ শতাব্দীর পিতৃগণের মধ্যে পাওয়া যায়।

(খ) মথি ৫:১৩।

৩৩ (ক) 'তা (অর্থাৎ পাস্কাপর্ব) দ্বিতীয় মাসেই শেষ হয়' : খ্রিষ্টমণ্ডলী যে পাস্কা উদ্‌যাপন করে তা তো পাস্কার পূর্বচ্ছবি নয়, কেননা ইহুদীরাই এখনও পাস্কার পূর্বচ্ছবি পালন করে, কিন্তু খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই পূর্বচ্ছবির সিদ্ধি তথা প্রকৃত পাস্কাই পালন করে।

৩৬ (ক) এই অধ্যায় ৪১ অধ্যায়ের একই বিষয়বস্তু উত্থাপন করে।

৪১ (ক) 'তৃতীয় ঘটিকা' : সেসময় দিনের প্রথম ঘটিকা ছিল সকাল ছ'টা; সেই অনুসারে, দ্বিতীয় ফটিকা ছিল সকাল সাতটা ইত্যাদি। সুতরাং, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 'তৃতীয়', 'ষষ্ঠ' ও 'নবম' ঘটিকা বলতে সকাল ন'টা, দুপুর বারোটা ও বিকাল তিনটে বোঝায়।

(খ) 'ধার্মিকদের সেই প্রাণ': অর্থাৎ সেই সকল ধার্মিকদের প্রাণ যারা পাতালে খ্রিষ্টের আগমনের অপেক্ষায় আছেন।

(গ) মথি ২৫:৬, ১৩ দ্রঃ।

৪২ (ক) 'কপাল [ক্রুশচিহ্নে] চিহ্নিত কর': লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, আজকালে আমরা যখন ক্রুশের চিহ্ন করি, তখন কপাল, বুক, বাঁ কাধ, ডান কাধ ও পুনরায় বুক স্পর্শ করি; কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই, সেসময় খ্রিষ্টিয়ানগণ, সম্ভবত ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল দিয়ে, কেবল কপালই ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত করত।